৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

প্রবাদের সন্ধানে

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ০৩ আশ্বিন – ০৯ আশ্বিন, ১৪৩২ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর – ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 46, 20 September - 26 September, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিষিয়ে যাচ্ছে

মেট্রো রেলের অভিজাত্যও। ভরদুপুরে প্রকাশ্যে ভিড়ের মধ্যে দক্ষিনেশ্বর মেট্রো স্টেশনে এক ছাত্রকে খুন করলো আর এক ছাত্র। বোঝা যাচ্ছে সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ক্রমশ গ্রাস করছে কিশোর মনকেও।

রবিবার : অবশেষে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতির কালি লেগেই

গেল রাজ্যের বর্তমান কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও তাঁর পরিবারের গায়ে। আদালতে নথী সহ চার্জশিট পেশ করে ইডি জানালো, মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী–পুত্রের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন কয়েক কোটি টাকার হিসাব মিলেছে।

সোমবার : এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে দুবাইতে অতি সহজে

পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে জিতল ভারত। কিন্তু খেলা জমলো ম্যাচের শেষে। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব হ্যান্ডশেক করলেন না পাক অধিনায়কের সঙ্গে। জয় উৎসর্গ করলেন ভারতীয় সেনা ও পাহেলগাঁও হানায় নিহতদের।

মঙ্গলবার : ওয়াকফ আইনের সংস্কার বিল বাতিল হল না সুপ্রীম

কোর্টে। তবে স্থগিতদেশ দেওয়া হল বেশ কয়েকটি ধারায়। শাসক–বিরোধী দুতরফই স্বাগত জানিয়েছে এই রায়কে।

বুধবার : ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তরাখন্ড।

এবার মাঝরাতে দেহরাদুনে ভেসে গিয়েছে ঘর, বাড়ি, গাড়ি। মৃত্যুর সংখ্যা ১৫, নিখোঁজ ১৬। এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। আতঙ্ক গ্রাস করেছে বাসিন্দাদের।

বৃহস্পতিবার: ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো চালু হতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে

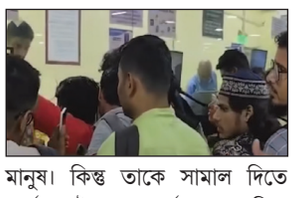

মানুষ। কিন্তু তাকে সামাল দিতে ব্যর্থ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। রেডিও সংকেত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটিতে ঠিকমত চলছে না ট্রেন যাত্রী বিক্ষোভ চরমে উঠল হাওড়া ময়দান স্টেশনে।

শুক্রবার: আরজি কর কাণ্ডে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্ত করছে

সিবিআই। এবার তরুণী খুনের তদন্তে কলকাতা পুলিশের ৪ অফিসারের কি ভূমিকা ছিল পুলিশ কমিশনারকে তার খোঁজ নিতে বললেন শিয়ালদহর অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আশ্বিনের শারদ প্রাতে স্বস্তি জিএসটির সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আকাশে বাতাসে পুজোর গন্ধ। ইতিমধ্যেই কাঠামোয় সেজে উঠেছে চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী রূপ। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন কাঠামোয় বিকশিত হয়েছে জিএসটি। অপেক্ষা শুধু প্রকাশের। কলকাতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা

সীতারামন বাংলার দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে পিতৃপক্ষের অবসানে শরৎ নবরাত্রীর প্রতিপদে নতুন জিএসটির পদচালনাকে তুলে ধরলেন বিস্তারিত পরিসরে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাষাভবন হল তখন অর্থনীতির কুশীলব ও সাংবাদিকে ঠাসাঠাসি।

বাংলায় উৎসবের মরশুমে পুজোর বাজার এখনো তেমনভাবে জমে ওঠেনি। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকেই বলছেন সকলেই অপেক্ষা করছে নতুন জিএসটি লাগু হওয়ার, সকলের আশা জিএসটি কমলে জিনিসের দাম কমবে। বাজার গতি আসবে। শরতের মিঠে হাওয়া বইবে অর্থনীতিতে। তাই ২২ সেপ্টেম্বর থেকেই চটজলদি পুজোর বাজার সেরে নিতে পরামর্শ দেন নির্মলা। বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেন সরলীকরণের লক্ষ্যেই নতুন এই জিএসটি তৈরি করেছে কাউন্সিল। করের স্তর বিশ্লেষণ করে বিশেষভাবে এ রাজ্যের জন্য অর্থমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অগ্রগতি হবে নতুন জিএসটির জন্য। বীরভূমের শান্তিনিকেতনের চামড়ার জিনিসে কর ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। এখন আরো বেশি করে বাজার করতে পারবে শান্তিনিকেতনের এই শিল্প, সুবিধা হবে রপ্তানিতেও। বাঁকুড়ার টেরাকোটাতেও জিএসটি লঘু হওয়ার কারণে আরো বেশি সুবিধা হবে শিল্পী এবং শিল্পের। এই শিল্পে যুক্ত হওয়ার উৎসাহ বাড়বে। পূর্ব মেদিনীপুরের মাদুরকাঠিরও জিএসটি হ্রাস পেয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কাঠের মুখোশও। পুজোর সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, হুগলী, মালদা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার শোলা শিল্প। শোলার দামও হ্রাস পাবে জিএসটি কমার কারণে। নির্মলা আরও বলেন, নকশি কাঁথা শিল্পের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাবে নতুন জিএসটি কাঠামোর জন্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

আইনের চোখে নিরাশার জল

বিচারের অধিকার লঙ্ঘিত বারবার

ওঙ্কার মিত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, একনাকতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্রের বয়স নিতান্তই কম। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও রাজা, বাদশা, নবাবী শাসন যেখানে শয়ে শয়ে বছর কাটিয়েছে সেখানে ভারতীয় গণতন্ত্রের বয়স মাত্র ৭৫ বছর। ১৯৫০ থেকে ২০২৫। এই ছোট্ট সময় কালের মধ্যেই গণতন্ত্রকে সময়োপযোগী করতে মূল কাঠামো ভারতীয় সংবিধানকে বারবার সংস্কার করতে হয়েছে। গণতন্ত্রের সংখ্যাত্তত্ত্বের মাধ্যমে যে যখন ক্ষমতায় এসেছে তারা নিজেদের ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছে সংবিধানের ধারায় উপধারায়। তবু কিন্তু তাকে সর্বমঙ্গলা করা যায়নি, গণতন্ত্রের প্রতি মোহভঙ্গের একটা কালো রেখা ক্রমশ ফুটে উঠতে শুরু করেছে গণতন্ত্রের আকাশে। এটা সংবিধান রচনার দোষ নাকি যে দুটি স্তম্ভ গণতন্ত্রটাকে চালাচ্ছে সেই লেজিসলেটিভ বা জনপ্রতিনিধি এবং এক্সিকিউটিভ বা আমলাদের দোষ তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে।

তবে এই বিতর্কের মাঝে

> ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত মোট পড়ে থাকা মামলার সংখ্যা ৫ কোটির বেশি। যার মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে পড়ে আছে ৮৮ হাজার। ৬৩ লাখ মামলা পড়ে আছে হাইকোর্টগুলিতে। আর প্রায় সাড়ে ৪ কোটির বেশি মামলা গড়াগড়ি যাচ্ছে দেশের নিম্ন আদালতগুলোতে। অতএব ভারতের বিচারপ্রার্থী মানুষের কি হাল তা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের শেষ ভরসা গণতন্ত্রের তৃতীয় স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা যে মোটেই ভালো নেই তা আইনের চোখে জল দেখেই বোঝা যায়।

এরপর দুয়ের পাতায়

খুনি শিক্ষকের শাসক যোগ!

উত্তাল জনগণ

অভীক মিত্র : বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা মাতৃত্বরোধে জেলাজুড়ে জেলাশাসকের উদ্যোগে জেলার প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে একযোগে উচ্চারিত হয়– জেলাজুড়ে এক স্বর, বাল্যবিবাহ রোধ কর। যে কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের সাথে শিক্ষকদের ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট। অথচ রামপুরহাট ১নং ব্লকের বারোমেশিয়া গ্রামের নাবালিকা খুনের ঘটনায় শিক্ষকের ভূমিকায় ছি ছি পড়েছে রাজ্য জুড়ে। সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে তারই বিদ্যালয়ের ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ পাল ধর্ষণ করে টুকরো টুকরো করে বস্তাবন্দি অবস্থায় নালার ওপর ফেলে দেয় বলে মৃতার পরিবারের দাবি। ১৬ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা নাগাদ রামপুরহাট থানার খরবোনা যাওয়ার রাস্তায় নির্জন কান্দরের ধার থেকে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ছিন্নভিন্ন বস্তাবন্দি অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ থাকা নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় শুরু হয় নানান সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সহ বিক্ষোভ প্রদর্শন। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি পরিবারের লোকজন সহ গ্রামবাসীরাও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

২৮ আগষ্ট টিউশনি পড়তে যাওয়ার পর থেকে রহস্যজনক নিখোঁজ হয়ে যায় ওই ছাত্রী। যদিও সেই রাতে নিখোঁজ নাবালিকার মা রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে সেই মোতাবেক পুলিশ শ্যামপাহাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ স্কুলের ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ পালকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও কোনো কিছু উদ্ধার হয়নি। পরবর্তীতে ফের আটকের সময় শিক্ষক তার কু–কীর্তির কথা স্বীকার করতেই টুকরো টুকরো ছিন্নভিন্ন বস্তাবন্দি অবস্থায় নালার ওপর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তবে শরীরের কোমর থেকে নীচের অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ, পুলিশ আগেভাগেই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলে হয়তো নাবালিকাকে আটক বা বন্দি অবস্থায় জীবিত উদ্ধার করা যেত।

এরপর পাঁচের পাতায়

আশঙ্কা সত্যি করে সন্তোষপুর স্টেশনে ফের আগুন

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ বজবজ দক্ষিণ শাখার সন্তোষপুর স্টেশনটিতে প্রতিবছর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড যেন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি আলিপুর বার্তায় শিয়ালদহ বজবজ দক্ষিণ শাখার বিভিন্ন স্টেশনগুলির পরিকাঠামোগত

যাত্রীদের দাবি: প্রয়োজনে সেনাবাহিনী দিয়ে স্টেশন হকার মুক্ত করা হোক

অবস্থা নিয়ে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। সেখানে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল সন্তোষপুর, বালিগঞ্জ, পার্ক সার্কাস ও লেক গার্ডেন্স স্টেশনের অবস্থা দিন দিন এমন হচ্ছে যে, যেকোনও সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। কার্যত সেই আশঙ্কাতেই সিলমোহর দিল বর্তমানের সন্তোষপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মের ফুটব্রিজ সংলগ্ন স্থানে বিধ্বংসী আগুন। গত বছর সন্তোষপুর এই ২ নম্বর প্লাটফর্মে একটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত

হয়েছিল বেশ কিছু দোকান। এবার গত মঙ্গলবার সকাল সাতটা কুড়ি নাগাদ লেলিহান আগুনের শিখা স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মের ফুড ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।। বিপাকে পড়েন প্রচুর নিত্যযাত্রী। বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে যানজট তৈরি হয়।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। স্টেশনেরই দখল করা জায়গায় একটি দোকান থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগে। সেই আগুনই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি বহু দোকানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন কোনক্রমে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আগুন আয়ত্তে আনে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিয়রে বিপদ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাকিস্তানের প্রক্সি যুদ্ধ ও সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ, চীনের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা এবং বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পর বাড়তে থাকা ভারতবিরোধী মনোভাব মিলিয়ে এখন "বহুমুখী হুমকি বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে" বলে বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের শিয়রে বিপদের মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের মাটিতে ঘাঁটি গাড়তে চলেছে আমেরিকা তুরস্ক। আগে থেকে সেখানে বাসা বেঁধে আছে চিন। আমেরিকা শুল্ক নিয়ে সম্প্রতি যতই আদিখ্যেতা করুক না কেনভারতের ঘাড়ের কাছে ঘাঁটি করতে বেছে নিয়েছে বাংলাদেশকেই। পাকিস্তানকেও মদত দিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতকে চাপে রাখা। আবার ভারতের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাকিস্তান চুক্তি করেছে ইরানের সঙ্গে। প্রতিবেশি নেপালেও চলছে পালাবদলের পালা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মিলিত সেনা কমান্ডার সম্মেলনে বলেন, আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা, অস্থির বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য "সর্বোত্তম প্রস্তুতি" নিতে হবে। এর আগে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় সেনাদের স্বল্পমেয়াদি সংঘাত থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রাক্তন সেনাকর্তারা আঙুল তুলেছেন সামরিক সরঞ্জামের ঘাটতির দিকে। তাঁদের দাবি, ভারতীয় বায়ুসেনা (IAF) বর্তমানে অনুমোদিত ৪২টি স্কোয়াড্রনের বিপরীতে মাত্র ৩১টি স্কোয়াড্রন পরিচালনা করছে। এর অধিকাংশই রুশ নির্মিত যুদ্ধবিমান, যা এখনই আধুনিকীকরণ বা বদলের প্রয়োজন। ফলে খুচরো যন্ত্রাংশের জন্য বিদেশনির্ভর থাকতে হচ্ছে। দেশীয় তেজস বিমানের সরবরাহ বিলম্বিত হওয়ায় সমস্যায় পড়েছে বায়ুসেনা।

এরপর পাঁচের পাতায়

কর কমলেও তোলাবাজিতে আশঙ্কায় শোলা শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গা পুজো আর শোলার সাজ একে অপরের অঙ্গ। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শিবের বিয়ের সময় মাথায় টোপর হিসেবে পরবার জন্য জন্ম হয় শোলার। হালকা এই শোলা গাছের ডাল কেটেই তৈরি হয় ঠাকুরের সাজ। পচনশীল এই সাজ দূষণকে করে রোধ। শোলার কথা শুনলেই মনে পড়ে যায় বর্ধমানের শোলা গ্রাম বনকাপাসির কথা। পুজোর সময় চরম ব্যস্ত সেখানকার শিল্পীরা। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শোলা শিল্পী আশীষ মালাকার চরম ব্যস্ততার মাঝেও এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, শোলার দাম বাড়ছে তাই সাজের দামও বাড়ছে। মাথায় হাত পড়ছে পুজো উদ্যোক্তাদের। কিন্তু কেন বাড়ছে সাজের দাম? প্রশ্ন শুনে আশীষবাবু গর্জে উঠলেন পুলিশের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন, 'রাস্তায় শোলার গাড়ি আটকে পুলিশ টাকা নেয়। এক একটা গাড়িতে আনুমানিক প্রায় ১০০০০ টাকা করেও নেওয়া হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই দাম বেড়ে যায় সাজের। প্রত্যেক বছরই তিন ডবল দাম বেড়ে যায় শোলার জিনিসের। সরকার যদি এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয় তাহলে আমাদের সুবিধা হয়।'

ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে,

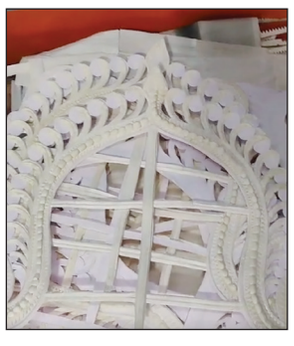

পুজোর আগেই ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ জিএসটি কমছে শোলার ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন, 'খুবই আনন্দের খবর, এতে আরো বেশি করে শোলার–শিল্পের অগ্রগতি হবে। এক ধাক্কায় অনেকটাই দাম কমবে। ক্রেতা–বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হবেন। শোলার বহু সামগ্রী রপ্তানী হয় বিদেশে। সেখান থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে আমাদের দেশ। সরকার ব্যবসায়িক দিকে নজর রাখলে শোলার জিনিস রপ্তানিতে আরো সুবিধা হবে।'

কেন্দ্র থেকে রাজ্য দুই সরকারই ভারতের হস্তশিল্পের উন্নতিতে পরিকল্পনা করছে। সেখানে শিল্পের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুলিশের তোলাবাজি। এর আগেও এমন অভিযোগ এসেছে বিভিন্ন সামগ্রী চলাচলের ক্ষেত্রে। হস্তশিল্পী মহলের মতে পুলিশের দাদাগিরি এবং তোলাবাজি রুখতে না পারলে জিএসটির প্রকৃত ফল পাওয়া দুষ্কর।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

কাজের খবর

অর্থনীতি

আশা–আকাঙ্খার দোলাচলে বাজার উপরে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বাজার সম্পর্কে গত লেখাতে আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫৪০০ থেকে ২৪৭০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আজ বুধবার যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজার ২৫৩১৪। এখন নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটির এক্সপেরি হবে এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক সেনসেক্স এর ক্ষেত্রে সেটা বৃহস্পতিবার। আগামী সপ্তাহে বাজার উপরের দিকে ২৫৮০০ এবং নিচের দিকে ২৫০০০ এই লেভেলের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। তবে বাজারের এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যেও অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। যেগুলো চিন্তার কারণ বিশেষ করে টাকার দামের পতন, জিএসটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা, শুল্কের কারণে আলোচনা চললেও সে প্রসঙ্গেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। আর তাই প্রতিদিন নতুন করে হলুদ ধাতু উপরের দিকে যেতে চলেছে। উৎসবের মৌসুমে দিশেহারা ক্রেতা বিক্রেতারা। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেই বাজার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছিল এবং তারপরে পতন এসেছিল এবছরও সেপ্টেম্বর মাসে এখনও পর্যন্ত বাজার উর্ধ্বমুখী। এখন এটাই দেখার বাজার কতটা উপরে যেতে পারে।

জিএসটি নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'জিএসটি কনক্লেভ ২০২৫'–এর মূল বিষয় ছিল 'জিএসটি ২.০'।

উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ভারত সরকারের আইআরএস, চিফ কমিশনার, কলকাতা জোন, সিজিএসটি অ্যান্ড সিএক্স–এর শ্রবণ কুমার জানান, "জিএসটি ২.০ মূলত শিল্প ও ভোক্তা–দুই ক্ষেত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার আনছে। এতে ৩টি মূল ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে–হার সরলীকরণ, প্রক্রিয়াগত সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যে ছাড়।" তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ পণ্যের করহার ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে নামবে, যা শিল্প ও ভোক্তা উভয়ের পক্ষেই ইতিবাচক হবে।

রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে রিফান্ড প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে–দাবিকৃত অঙ্কের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ৭ দিনের মধ্যে ফেরত পাওয়া যাবে। এছাড়া বিক্রয়োত্তর ছাড়কে আর করযোগ্য ধরা হবে না, যা এফএমসিজি শিল্পের জন্য বড় স্বস্তির খবর।

ড.শঙ্কর বলেন, 'জিএসটি ভারতের কর ব্যবস্থাকে সরল ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। শিল্পক্ষেত্রে এটি করের পুনরাবৃত্তি রোধ করেছে ও দক্ষতা বাড়িয়েছে। ভোক্তাদের জন্য কম দামে পণ্য পাওয়া, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কর–শৃঙ্খলা উন্নত হয়েছে। চার স্তরের পুরনো হার কাঠামো (৫%, ১২%, ১৮%, ২৮%) বদলে এখন তিন স্তরের সহজ কাঠামো হয়েছে– মেরিট রেট: ৫% (প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অগ্রাধিকার খাত) স্ট্যান্ডার্ড রেট: ১৮% (অধিকাংশ পণ্য ও পরিষেবা) ডিমেরিট রেট: ৪০% (বিলাস সামগ্রী ও ক্ষতিকর দ্রব্য) ভারতীয় জিএসটির গড় হার ১১.৪৫% থেকে কমে ৯.৫% হয়েছে, যা প্রায় ২০% হ্রাস নির্দেশ করে।

স্বাগত ভাষণে এমসিসিআই সভাপতি অমিত সারাওগি জানান, আগস্ট ২০২৫–এ ভারতের জিএসটি রাজস্ব ছিল রেকর্ড ₹১.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ৬.৫% বেশি। এর মধ্যে সিজিএসটি ₹৩৩,৫৭৫ কোটি, এসজিএসটি ₹৪১,৭৩০ কোটি এবং আইজিএসটি ₹৮৯,৩০৭ কোটি।

তিনি উল্লেখ করেন, গন্তব্য রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ জিএসটি থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুবিধা পেয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যের এসজিএসটি আদায়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ₹৪৯,৭৭১ কোটি।

এমসিসিআই–এর জিএসটি, পরোক্ষ ও রাজ্য কর পরিষদের চেয়ারম্যান সুশীল কুমার গোয়েল বলেন, "আমরা এখন জিএসটি সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। এর ফলে শিল্পে স্বচ্ছতা, সহজ নিয়ম, খরচ হ্রাস এবং স্টার্টআপ

ও এমএসএমই খাতের জন্য উন্নত পরিবেশ তৈরি হবে।"

অধিবেশনে ভবিষ্যতের মামলা–মোকদ্দমা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ড. অবিনাশ পোদ্দার, এফসিএ, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট ও জিএসটি বিশেষজ্ঞ, সুরাট। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ও ট্রানজিশন নিয়ে আলোচনা করেন বিমল জৈন, এফসিএ, অ্যাডভোকেট ও জিএসটি বিশেষজ্ঞ, নয়াদিল্লি।

"জিএসটি ২.০ বাস্তবায়ন" বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন ভারত সরকারের আইআরএস, কমিশনার, সিজিএসটি অ্যান্ড সিএক্স–এর বিক্রম ওয়ানি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডব্লিউবিআরএস, অতিরিক্ত কমিশনার ও পিআরও, বাণিজ্য কর দপ্তরের জয়জিৎ বণিক, খৈতানের এফসিএ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, অরবিন্দ বহেতি, এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট রিপ দাস। আলোচনা পরিচালনা করেন এমসিসিআই কমিটি সদস্য অরুণ কুমার আগরওয়াল।

অন্য একটি প্যানেল আলোচনায় এমসিসিআই–এর ম্যানেজিং কমিটি সদস্যরা শিল্পক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। পোল্ট্রি, দুগ্ধ, ভাসমান মাছ ও চিংড়ি খাদ্যে অমিত সারাওগি; লজিস্টিক্স ও পরিবহনে সন্তোষ সারাফ; ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে অনুপম শাহ; অ্যাসবেস্টস ও ফ্লাই অ্যাশ ইট শিল্পে অরুণ কুমার সারাফ; এবং রিয়েল এস্টেটে বিশাল ঝাঝারিয়া বক্তব্য রাখেন।

জেনে রাখা দরকার

ভারত

ভারত গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যে। বিভিন্ন আইন থেকে শুরু করে ক্ষেতাব ঝুলিতে ভরছে, মুকুটে আসছে নতুন নতুন পালক। ২০২৪–এ আমাদের দেশের স্বরণীয় দিনগুলি জেনে নেওয়া যাক–

জানুয়ারি ২০২৪

১ জানুয়ারিঃ ব্ল্যাক হোল ও ছায়াপথ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ইসরো তার প্রথম এক্স–রে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট এক্সপোস্যাট (XPo–Sat) সফলভাবে উৎক্ষেপ.ণ করল।

নতুন মোটর ভেহিকেল আইনের বিরুদ্ধে জানুয়ারি মাস জুড়ে ট্রাক চালকের বিক্ষোভ। নতুন আইনে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ট্রাক চালকের ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ৭ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়।

৩ জানুয়ারিঃ ২০০৫ সালে ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগে দুজন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল জয়পুরের এক আদালত।

অসমের গোলাঘাট জেলায় একটি বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ১২ জন বাসযাত্রীর মৃত্যু, আহত ৩০।

৬ জানুয়ারিঃ ভারতের প্রথম সূর্য অভিযানে মহাকাশযান আদিত্য এল–১ সূর্য–পৃথিবীর ল্যাগরেঞ্জিয়ান পয়েন্টের (L1) চূড়ান্ত কক্ষপথে প্রবেশ করল। ল্যাগরেঞ্জিয়ান পয়েন্টের দূরত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিমি।

সমাজ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মালদ্বীপের তিন মন্ত্রীর করা অশ্লীন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারত থেকে মালদ্বীপে পর্যটন বয়কট ও গণ–টিকিট বাতিল, কূটনৈতিক স্তরে দুই দেশের সম্পর্কে জটিলতা। ৭ জানুয়ারি ওই তিন মন্ত্রীকে সাসপেন্ড করে মালদ্বীপ।

৭ জানুয়ারিঃ রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগমের পারসা কয়লা খনিতে কয়লা উত্তোলনের জন্য ৪ লক্ষ গাছ কেটে ফেলার প্রতিবাদে ছত্তিশগড়ের হাসদেও আরান্দে ব্যাপক উপজাতি বিক্ষোভ।

১২ জানুয়ারিঃ মুম্বাই ও নবি মুম্বাই সংযোগকারী দেশের দীর্ঘতম সেতু মুম্বাই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

১৪ জানুয়ারিঃ উত্তর–পূর্ব ভারতের মণিপুরের থৌবাল থেকে ভারত জুড়ে ন্যায় যাত্রা শুরু করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। উত্তরপূর্বে শুরু হয়ে, পশ্চিমে পাড়ি দিয়ে ভারতকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে এই যাত্রা শেষ হবে ১৬ মার্চ, মুম্বাইয়ে।

২২ জানুয়ারিঃ উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

২৫ জানুয়ারি: দু দিনের ভারত সফরে এলেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি এম্যানুয়েল মাকর। তাঁকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী, পরে দুই রাষ্ট্রনেতা দিল্লির যন্তর–মন্ত্র থেকে সাঙ্গানেরি গেট পর্যন্ত রোড শো করেন।

২৬ জানুয়ারিঃ প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত, প্রধান অতিথি ফরাসি রাষ্ট্রপতি এম্যানুয়েল মাকর।

২৮ জানুয়ারিঃ পদত্যাগ করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, ভেঙে গেল রাষ্ট্রীয় জনতা দল, ইন্ডিয়া জোট ও জনতা দলের 'মহাগঠবন্ধন'। বিকেলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ'র সঙ্গে জোট করে নবম বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার।

৩০ জানুয়ারিঃ ছত্তিশগড়ের টেকালগুদেম গ্রামে মাওবাদী হানায় তিন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু, আহত ১২ জন। নিরাপত্তা বাহিনী এক তল্লাশি অভিযান চালানোর সময়ে এই ঘটনা ঘটে।

৩১ জানুয়ারিঃ আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় ৪৫৫ সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, হরিয়ানাঃ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট / মোটর ট্রান্সপোর্ট পদে ৪৫৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেখানকার বাসিন্দা হতে হবে। হাল্কা (এল.এম.ভি.) গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে ও লাইসেন্স পাওয়ার পর থেকে ১ বছর গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়াও মোটর মেকানিজম সংক্রান্ত কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। মোটর সাইকেল চালানোর লাইসেন্স থাকলে ভালো হয়।

বয়সঃ ২৮–৯–২০২৫–এর হিসাবে বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

মূল মাইনেঃ ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা।

শূন্যপদঃ ৪৫৫ টি। এর মধ্যে ***কলকাতাঃ*** ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লুএস. ১)। ***শিলিগুড়িঃ*** ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ***কালিম্পংঃ*** ৩টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। ***আগরতলাঃ*** ৩টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ***পাটনাঃ*** ১২টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, ই.ডব্লু. এস. ১)। **রাঁচীঃ** ৮টি (জেনাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্রু.এস. ১)। ***শিলংঃ*** ৪টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ইব্রু.এস. ১)। ***ভুবনেশ্বরঃ*** ১১টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ইব্রু.এস. ১)। ***গুয়াহাটিঃ*** পদে ১১টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ইডব্রু. এস. ১)। ***আহমেদাবাদঃ*** ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু. এস. ১)। ***আইজলঃ*** ৭টি (জেনাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩)। ***অমৃতসরঃ*** ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ২, ই, ডব্লু. এস. ১)। ***বেঙ্গালউরুঃ*** ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ***ভোপালঃ*** ১০টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লুএস. ১)। ***চন্ডীগড়ঃ*** ১২টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২)। ***চেন্নাইঃ*** ১১টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, ইব্রু.এস. ২)। ***দেরাদুনঃ*** ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, ইডব্লুএস. ১)। ***দিল্লি / আই বি. হেড কোয়ার্টারঃ*** ১২৭টি (জেনাঃ ৫৫, ও.বি.সি. ৩০, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ১৪)। ***গ্যাংটকঃ*** ১০টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু. এস. ১)। ***হায়দরাবাদঃ*** ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্রু.এস. ১)। ***ইম্ফলঃ*** ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু. এস. ১)। ***ইটানগরঃ*** ১৯ (জেনাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৭, ইব্রু. এস. ২)। ***জয়পুরঃ*** ১৬টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। ***জম্মুঃ*** ১৩টি (জেনাঃ ৬. ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু. এস. ১)। ***কোহিমাঃ*** ১০টি (জেনাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। ***লেহঃ*** ১৮টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ইডব্র.এস. ২)। ***লখনউঃ*** ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ***মিরাটঃ*** ৫টি (জেনাঃ ২. ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। **মুম্বইঃ** ১৫টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, তঃউঃজাঃ ২. ই.ডব্লুএস. ১)। ***নাগপুরঃ*** ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু. এস. ১)। ***পানাজিঃ*** ১টি (জেনাঃ)। ***রাইপুরঃ*** ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু. এস. ১)। ***সিমলাঃ*** ৬টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ২)। ***শ্রীনগরঃ*** ২০টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। ***ত্রিবান্দ্রমঃ*** ৯টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ২)। ***বারাণসীঃ*** ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ***বিজয়ওয়াড়াঃ*** ৯টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১)।

নির্বাচনঃ প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ২টি টায়ারে পরীক্ষা হবে। টায়ার ১–এ ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টার অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে। **বিষয়ঃ** (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–২০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–২০টি প্রশ্ন, (৩) নিউমেরিক্যাল/অ্যানালিটিক্যাল/লজিক্যাল এবিলিটি অ্যান্ড রিজনিং–২০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–২০টি প্রশ্ন, (৫) বেসিক ট্রান্সপোর্ট/ ড্রাইভিং রুলস–২০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পার্টে কাট অফ নম্বর থাকবেঃ জেনারেল ৩০, ও.বি.সি. ২৮, তপশিলী ২৫, ই.ডব্রু.এস. ৩০। টায়ার ২–এ ৫০ নম্বরের ড্রাইভিং টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় দুটি পার্টের নম্বর দেখা হবে। **দরখাস্তঃ** ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যেদরখাস্ত করবেন অনলাইনে।

ওয়েবসাইট : www.mha.gov.in অথবা www.ncs.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ জেনারেল, ই.ডব্লু.এস. আর ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য ৬৫০ টাকা আর অন্যান্য সব ক্যাটেগরির বেলায় ৫৫০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউ.পি.আই. কিংবা এস.বি.আই. চালানে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটেই পাবেন।

এল আই সি হাউজিং ফিনান্সে ১৯২ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ এল.আই.সি. হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১৯২ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়সঃ ১– ৯–২০২৫–এর হিসাবে বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং শুরু ১ নভেম্বর থেকে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ১২,০০০ টাকা। **শূন্যপদঃ** ১৯২টি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১০টি ত্রিপুরা ১টি, সিকিম ২টি, অসম ১টি, বিহার ১টি, ওড়িশা ১টি, উত্তরপ্রদেশ ১৮টি, ছত্তিশগড় ৩টি, আন্ধ্রপ্রদেশ ১৪টি, দিল্লি ৩টি, গুজরাট ৫টি, হরিয়ানা ৩টি, জম্মু ও কাশ্মীর ১টি, কর্ণাটক ২৮টি, কেরল ৬টি, মধ্য প্রদেশ ১২টি, মহারাষ্ট্র ২৫টি, পুদুচেরী ১টি, পাঞ্জাব ২টি, রাজস্থান ৬টি, তামিলনাড়ু ২৭টি, তেলেঙ্গানা ২০টি, উত্তরাখণ্ড ৩টি।

প্রার্থী বাছাই হবে এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অনলাইনে, ১ অক্টোবর। ৬০ মিনিটের পরীক্ষায় ১০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে বেসিক ব্যাঙ্কিং, ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনসিওরেন্স, ডিজিটাল, কোয়ান্টিটেটিভ, রিজনিং, কম্পিউটার লিটারেসি ও ইংরিজি। সফল হলে সার্টিফিকিট ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ হবে ৮ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে ১৫–অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://nats.education.gov.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট : https://nats.education.gov.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৯৪৪ (তপশিলী, মহিলা হলে ৭০৮ টাকা, প্রতিবন্ধী হলে ৪৭২ টাকা) দিতে হবে, ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২০ সেপ্টেম্বর – ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। মুলতুবি থাকা কাজগুলি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হবে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে, তবে ব্যয়ও থাকবে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য স্থিতিশীল থাকবে। আপনার সিনিয়র এবং ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজ লক্ষ্য করবেন এবং সহায়তা প্রদান করবেন। ছোট ছোট ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্তগুলি আপনার পক্ষে হবে। আর্থিক বিষয়গুলি ধীরে ধীরে উন্নত হবে। পারিবারিক পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে এবং গৃহস্থালির কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহে অর্থ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বড় চুক্তি বা বিনিয়োগে তাড়াহুড়ো করলে ক্ষতিও হতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আপনি কোনও সুসংবাদ বা সুযোগ পেতে পারেন। আপনার সঙ্গী বা স্ত্রীর সাথে কোনও বিষয়ে বিরোধ হতে পারে, বিষয়টি বুদ্ধিমানের সাথে সমাধান করার চেষ্টা করুন। আপনি পড়াশোনা বা দক্ষতা উন্নত করার সুযোগও পাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জাতকদের জন্য ভালো হতে চলেছে। জনপ্রিয়তা এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। পুরনো অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন যাতে ভবিষ্যতে কোনও সমস্যা না হয়।

সিংহ রাশি : সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবেন। নতুন প্রকল্প শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। অমীমাংসিত কাজ এবং জটিলতা ধীরে ধীরে সমাধান হবে। খাদ্যাভ্যাস এবং ঘুমের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে সম্মান এবং সমর্থন পাবেন।

কন্যা রাশি : কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে অবশ্যই সৌভাগ্যের সম্মুখীন হবেন। তাদের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। নতুন যানবাহন কিনতে পারেন। বাড়িতে শুভ ঘটনা ঘটতে পারে। পারিবারিক পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনি বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের কাছ থেকেও সাহায্য পেতে পারেন। এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনি জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। তাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। নতুন অংশীদারিত্বের প্রস্তাব পেতে পারেন। রাগ বা তাড়াহুড়োয় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে তাদের কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। চাকরিজীবীদের জন্য স্থানান্তর, পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহী হবেন। ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি পরিবারে সম্মান এবং সমর্থনও পাবেন।

ধনু রাশি : অবরুদ্ধ বাধাগুলি ধীরে ধীরে দূর হবে। অফিসে তর্ক এড়িয়ে চলুন। অর্থ এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রতিটি পদক্ষেপে চিন্তাভাবনা করে এগিয়ে যাওয়া উপকারী হবে। পরিবারে আপনি শান্তি এবং সমর্থন পাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

মকর রাশি : মকর রাশির জাতক জাতিকারা ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য নতুন সুযোগ পাবেন। এই সপ্তাহে ব্যবসায়ও আপনি নতুন সুযোগ পাবেন। আপনি প্রচুর সম্মান পেতে পারেন। বাড়িতে শুভ বা শুভ ঘটনা ঘটতে পারে। ব্যয় বাড়তে পারে তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন হবে। আপনার স্বাস্থ্য এবং ঘুমের দিকে মনোযোগ দিন। কোনও পুরানো বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ বাড়তে পারে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও পুরানো বন্ধু বা প্রাক্তন সঙ্গীর সাথে দেখা হতে পারে। পড়াশোনা, সাক্ষাৎকার বা নতুন কোর্সে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসায় কাউকে বিশ্বাস করার সময়ও, কাগজপত্র এবং প্রমাণ সম্পূর্ণ রাখা উপকারী হবে। বাড়ির পরিবেশ স্বাভাবিক এবং শান্ত থাকবে। এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে। খাদ্যাভ্যাস এবং ঘুমের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে সম্মান এবং সমর্থন পাবেন।

মীন রাশি : মীন রাশির জাতক জাতিকারা খুশি থাকবেন এবং নতুন উৎসের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাবে। আপনার একজন সহায়ক ব্যক্তির সাথে দেখা হতে পারে যা উপকারী হবে। অপরিকল্পিত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। আপনি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটাবেন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা সাফল্য বয়ে আনবে। নতুন যানবাহন কিনতে পারেন।

শব্দবার্তা ৩৬১

১		২		৩	■	■	■
	■		■	৪		৫	■
৬	৭	■	■		■		■
■	৮			■	■		■
■		■	■	৯			■
■		■	১০	■	■	১১	১২
■	১৩			■	১৪	■	
■	■	■	১৫				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। রাষ্ট্র সংগঠনের ও পরিচালনার নিয়মাবলি ৪। ঘাতক ৬। সূর্যপুজোর ঘট ৮। তরঙ্গ, ঢেউ ৯। অসুবিধা ১১। আন্দাজ করে শব্দটা আলমারিতে খুঁজুন ১৩। অনুমোদন ১৫। কামাই

উপর–নীচ

১। পান্থশালা, চটি ২। সাহেব–গোলাম ৩। ভেদ ৫। শান্তি বিধানকারী ৭। হুলস্থূল ১০। সাপ, ফনী ১২। শ্বেতপদ্ম ১৪। এমন মিথ্যায় ভেজাল নেই।

সমাধান : ৩৬০

পাশাপাশি : ১। মহারাজ ৪। হার ৫। আদিমানব ৭। ডবল ৯। বাকল ১০। খাইখরচ ১১। পাল ১২। জোরজার

উপর–নীচ : ১। মর ২। রাতদিন ৩ গরিব ৪। হামবড়াই ৬। নরকঙ্কাল ৮। সরকার ১০। খালিপা ১১। পার

নাম পরিবর্তন

আমি সারাফাত আলী গাজী, পিতা জেহেন আলী গাজী, বয়স ৬১ পেশা দিন মজুর, ঠিকানা – চক কৃষ্ণনগর, থানা মহেশতলা, কোল–১৪১, ওয়ার্ড নম্বর ২৪ আমার পুরো নাম সারাফাত আলী গাজী, আমার পুত্রের নাম সারফারাজ গাজী,আমার পুত্রের জন্মের সার্টিফিকেট –এ আমার নাম সারাফাত গাজী হয়ে গেছে ভুল বশত, আমি আলিপুর পুলিশ কোর্টে কোল–২৭ এ উপস্থিত হইয়া ১২–ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে এফিডেভিট করিয়া আমার নাম সংশোধন করিয়াছি। সারাফাত আলী গাজী অর্থাৎ সারাফাত গাজী এবং সারাফাত আলী গাজী একই ব্যক্তি।

জল বিচারের অধিকার লঙ্ঘিত বারবার

প্রথম পাতার পর

সাম্প্রতিক অতীতে বিচার চাইতে আসা সাধারণ মানুষের হাল দেখে এক অনুষ্ঠানে চোখের জল ফেলেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। আর কয়েকদিন আগে নিজের বিদায় সম্বর্ধনায় বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও বিচারকদের শূন্যপদ নিয়ে আক্ষেপ করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারপতিটি এস শিবগণনম। তিনি হতাশার সুরে বলেছেন, 'নীতি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া সোজা। তবে রাজ্যের সব আদালতে সেই নীতি কার্যকর করতে হলে সেখানে পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।' বিচারপতিদের এইসব আক্ষেপই বলে দিচ্ছে বিচারক ও পরিকাঠামোর অভাবে ভারতের প্রত্যেকটি আদালতে প্রতিদিন ধুলোয় গড়াগড়ি যায় বিচারপ্রার্থী মানুষের আশা আকাঙ্খা।

এইসব মন্তব্য কোনো মন গড়া ধারণা নয়। ন্যাশানাল জুডিসিয়াল ডাটা গ্রিড এবং ই–কোর্ট ইন্ডিয়া সার্ভিসেস প্লাটফর্ম বলছে, ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত দেশজুড়ে মোট পড়ে থাকা মামলার সংখ্যা ৫ কোটির বেশি। যার মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে পড়ে আছে ৮৮ হাজার ৪১৭টি। এর মধ্যে ৬৯৫৫৩টি দেওয়ানি ও ১৮৮৬৮টি ফৌজদারি মামলা। ৬৩ লাখ মামলা পড়ে আছে হাইকোর্টগুলিতে। আর প্রায় সাড়ে ৪ কোটির বেশি মামলা গড়াগড়ি যাচ্ছে দেশের নিম্ন আদালতগুলোতে। আর একটা তথ্য বলছে আগষ্ট মাসে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়েরের হার তার নিষ্পত্তির হারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে যা বিচারাধীন মামলার সংখ্যায় সর্বকালীন রেকর্ড। অতএব ভারতের বিচারপ্রার্থী মানুষের কি হাল তা সহজেই অনুমেয়। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে যিনি মামলা করেছেন মৃত্যুর আগে তার নিস্পত্তি হচ্ছে না।

গত বুধবার বিদায়ী প্রধান বিচারপতির আক্ষেপের প্রতিফলন ঘটল কলকাতা হাইকোর্টেরই এক ডিভিশন বেঞ্চে। রাজ্যের আদালতগুলির অর্থাভাব ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন নিয়ে বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি শব্বর রশিদির প্রশ্নের মুখে পড়লেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। বিচারপতিদের প্রশ্ন, হাইকোর্টের ৫৩টি কাজের জন্য কি পদক্ষেপ করা হয়েছে? আদালতগুলিতে কর্মী প্রয়োজন, চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ করা হয়েছে? মুখ্যসচিব কথা জানিয়েছেন, টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুজোর মধ্যে কাজ হবে। অন্য প্রশ্নগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজের রিপোর্ট চেয়েছে আদালত। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানী।

এই প্রশ্ন–উত্তর থেকে স্পষ্ট যে শুধু জনগন নয়, গণতন্ত্রের তৃতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থাও আস্থা হারাচ্ছে অপর দুই স্তম্ভের উপর। তবে কি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন সচেতন ভাবে বিচার ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে চায়? যদি তা না হয় তাহলে আদালত গুলিকে এই দীর্ঘ বঞ্চনা কেন? কেন কর্মী চেয়ে আমলাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় বিচারপতিদের? আমলাতন্ত্রের এই মনোভাব দেখেও কেন আদালতকে সরাসরি টাকা বরাদ্দ করার নিয়ম চালু করা হচ্ছে না? জনগণের একমাত্র ভরসাস্থল বিচার ব্যবস্থাকে কেন আত্মনির্ভর না করে নিজেদের কব্জায় রাখতে চায় প্রশাসন? আত্মনির্ভর ভারত, স্বনির্ভর বাংলার উদ্গাতারা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?

উৎসব নির্বিঘ্ন করতে সতর্ক রেলপুলিশ

কল্যাণ রায়চৌধুরি : আগামী উৎসবের মরশুমকে নির্বিঘ্ন করতে রাজ্যের রেলপুলিশ প্রশাসনও যথেষ্ট সক্রিয় বলে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শিক্ষালদহ জিআরপির আইসি দীপক পাইক বলেন, 'প্রতিদিন প্রায় কুড়ি–বাইশ লক্ষ মানুষ এই শিয়ালদহ স্টেশনে যাতায়াত করেন। মেট্রো খুলে যাওয়ায় যাত্রী সংখ্যা আরও বেড়েছে। তবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে সবদিক থেকে। ডিস্ট্রিক থানা রয়েছে ৩টি। মুচিপাড়া, নারকেলডাঙা, এন্টালি। এদের সহযোগিতা থাকবে পাশাপাশি। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে পুলিশ, জিআরপি ও আরপিএফের উপরেও। স্পেশাল ট্রেন সারা রাত ধরে যাবে। অসামাজিক কর্মকাণ্ড রোখার জন্য ট্রেন গার্ড থাকবে। সাদা পোষাকে প্রচুর পুলিশ থাকবে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে। মহিলাদের সুরক্ষার জন্যে মহিলা পুলিশ বাহিনী থাকছে। চেকিংয়ের ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে।'

বাজিগঞ্জ জিআরপির আইসি সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'প্রথমত চেকিং ব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত বাজি বা বিস্ফোরক পাচারের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। শিশুদের জন্য পরিচয়পত্র করা হচ্ছে। প্রত্যেক চলমান সিঁড়ির কাছে নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, যাতে কেউ নামা–ওঠার সময় পড়ে না যায়। এছাড়া থাকছে সতর্কীকরণের জন্য মাইকিং ব্যবস্থা। থাকছে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। ফুটওভার ব্রিজ ফাঁকা রাখা, জলের ট্যাঙ্ক সুরক্ষিত কিনা, এগুলো সবই নজরে থাকবে।

দমদম জিআরপির আইসি সঞ্জীব দাস বলেন, নিরাপত্তার দিকে

আমাদের নজরদারি তো থাকছেই। থাকছে চেকিং ব্যবস্থা। যাতে কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে তার জন্য আমরা সদা সতর্ক থাকছি।

অবাধে চলছে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ও থার্মোকলের ব্যাবহার

পার্থ কুশারী, চম্পাহাটি: রাজ্য সরকারের কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চম্পাহাটির বিভিন্ন বাজার, গ্রামাঞ্চল, দোকানে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ও থার্মোকলের ব্যবহার ব্যাপক হারে চলছে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে পরিবেশ দূষণের এই নীরব খেলা, যা প্রকারান্তরে মানব জীবনকে ফেলে দিচ্ছে চরম ঝুঁকির মুখে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারগুলোতে গেলে দেখা যায়, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। বিক্রেতারা এখনও দিব্যি নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ও থর্মোকলের থালা, বাটি বিক্রি করছেন, ক্রেতারাও সেসব কিনছেন নির্বিবাদে। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে কার্যকর করার কোনও সদিচ্ছা নেই প্রশাসনের।

শিক্ষকদের গরহাজিরায় সমস্যায় পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের করুণাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারে। খাতায় কলমে ১৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকাদের নাম থাকলেও প্রতিনিয়ত স্কুলে আসছে হাতে গোনা কয়েকজন

শিক্ষক। এই বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা ৮ জন, প্যারা টিচার রয়েছে ৪ জন, কম্পিউটার প্রশিক্ষক রয়েছে ১ জন। কিন্তু তালিকা থাকলেও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের উপস্থিতি চোখে পড়ে না। এর ফলে ধীরে ধীরে কমছে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা। খবর সামনে আসতেই ওই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান কুলতলি দক্ষিণ চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক মোজাম্মেল হক এবং কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার এবং একাধিক আধিকারিকেরা সহ জনপ্রতিনিধিরা। মোজাম্মেল হক বলেন, 'অভিভাবকদের অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা এসে দেখি, শুধুমাত্র একজন শিক্ষিকা এসেছে এবং বাকি শিক্ষক–শিক্ষিকারা অনুপস্থিত। আমরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রিপোর্ট আকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুততার সঙ্গে এই সমস্যার নিষ্পত্তিক ঘটাবে আশা করি।' এবিষয়ে এক ছাত্রী মহুয়া মাইতি বলেন, 'আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি আমাদের স্কুলে সরকারি কোন শিক্ষিকা আসেন না ফলে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। আমরা চাই কুলতলি ব্লকের একমাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন সঠিকভাবে করা হোক। শিক্ষিকারা নিয়মিত স্কুলে এলে পঠন–পাঠন আমাদের আরও ভালো হবে।' তবে এব্যাপারে পরিচালন কমিটি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

পুজোর আগে জল সরবরাহ করা যাবে না: পৌরসভা

সুব্রত মণ্ডল : রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার নাগরিকরা চাতক পাখির মত তাকিয়ে ছিলেন, আশা ছিল পরিশ্রুত পানীয় জল পূজার আগেই পাবেন। কিন্তু পুরসভা জানিয়ে দিল তা কোনমতেই তা সম্ভব হচ্ছে না। বৃষ্টি ও দুর্যোগের কারণে সব জায়গায় পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ করা যায়নি। কয়েক মাস আগে অম্রুত প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গার জল তুলে তা পরিশ্রুত করে বাড়ি বাড়ির সরবর করার লক্ষ্যে নেমেছিল রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভা। কিন্তু পুজো এসে যাওয়ায় পাইপ বসানোর জন্য নতুন করে আর খোঁড়াখুড়ি করাই যাচ্ছে না। তাই পুরসভা ঠিক করেছে সেই অসমাপ্ত কাজ পূজার পরেই শেষ করা হবে।

এই পৌরসভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মূল পাইপ লাইনের পাশাপাশি অলিগলিত বসে গিয়েছে জল সরবরাহের পাইপ। এখনো বাড়ি

বাড়ি সেই সংযোগ দেওয়া বাকি আছে। রাস্তার গলি থেকে বাড়িতে পাইপ নিয়ে যেতে রাস্তা করতে হবে। কিন্তু সার্বিকভাবে যা পরিস্থিতি তাতে এখন সেই কাজ করতে গেলে তীব্র সমস্যার মুখে পড়তে হবে নাগরিকদের। অনেক জায়গায় এখন বেহাল রাস্তা এখন সারাই করা হচ্ছে। তাই নতুন করে সেইসব রাস্তা করে এখন আর ঝুঁকে নিতে চাইছে না রাজপুর সোনাপুর পুরসভা। জল যে পুরসভার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে পৌঁছাচ্ছে সেটা পরীক্ষিত। এখন পাইপ পরিস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোন লিকেজ আছে কিনা সেটা দেখছেন পুরো আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা। জানা গিয়েছে তাতে বেশ কিছু জায়গায় লিকেজ ধরাও পড়েছে, সেগুলি ঠিক করা হচ্ছে। তবে সঠিক কবে থেকে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত জল দেওয়া যাবে সেটা এখনো স্থির হয়নি। তাই সাধারণ বাসিন্দারা এখনও অপেক্ষায়। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস বলেন, দুর্যোগের ফলে কাছ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তাই পুজোর আগে জল পৌছানোর কাজ করা যাচ্ছে না। পুজোর পর জোর কদমে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

১৩ বাংলাদেশি মৎস্যজীবি সহ আটক ১টি ট্রলার

অমিত মণ্ডল, ফ্রেজারগঞ্জ : অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমানার ভিতরে এসে মাছ ধরার অভিযোগে ১৩ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবী সহ ১টি বাংলাদেশি ট্রলারকে আটক করলো সেনাবাহিনী। চলতি মাসেই ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর হাতে ১৯ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবী সহ আটক হয় ১টি বাংলাদেশি ট্রলার। আবারো আরেকটি বাংলাদেশি ট্রলারকে আটক করলো ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। ট্রলারটির নাম মায়ের দয়া। মৎস্যজীবীরা ওই ট্রলারটিকে নিয়ে তাদের জলসীমানা

অতিক্রম করে ভারতীয় জল সীমানায় ঢুকে পড়ে। ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জলসীমানায় এসে মাছ ধরার সময় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর টহলদারি কর্মীরা ট্রলারটিকে দেখতে পেয়ে আটক করে। বুধবার রাতে ১৩ জন মৎস্যজীবী সহ বাংলাদেশি ওই ট্রলারটিকে নিয়ে আসা হয় ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে। ১৩ জন মৎস্যজীবীকে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে উপকূল রক্ষী বাহিনী। বৃহস্পতিবার তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

শুরু হল ৯৮টি প্রকল্পের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুরু হয়েছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি ক্যাম্প। সাগর বিধানসভায় সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের সমস্যার কথা এলাকার জনপ্রতিনিধিদেরকে যানায়। সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত এই সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছিল জনপ্রতিনিধিরা। সেই মত শুরু হল সাগর বিধানসভায় ৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৮ টি কাজ। এই প্রকল্পর কাজগুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৪৪ টাকা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি স্বপন প্রধান, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র, সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক অর্পণ নায়েক। কাজ শুরু হওয়াতে খুশি এলাকার মানুষজনেরা। এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী কথা দিলে কথা রাখে যে সমস্ত স্কিম গুলি অ্যাপ্রুভাল হয়েছে ৯টি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। পুজোর আগে একাধিক কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।'

সংস্কার শুরু সুলভ শৌচাগারের

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ মার্চ আলিপুর বার্তায় 'সুলভ শৌচাগারের বেহাল অবস্থায় ক্ষুব্ধ জনগণ' শীর্ষক একটি সংবাদে বলা হয়েছিল, আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্রেকার্স স্ট্যান্ডে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর দুটি সুলভ শৌচাগার। বেশ কিছুদিন চলার পর সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এলাকার মানুষদের দাবি ছিল অবিলম্বে শৌচাগারটি সংস্কার করে জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হোক। এর পরেই স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য শেখ বাপি এবং শুভব্রত চক্রবর্তী। আশ্বাস দিয়েছিলেন শীঘ্রই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সম্প্রতি দেখা গেল ওই

সুলভ শৌচাগার দুটি সংস্কার শুরু হয়েছে। শুভব্রত চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন, টেন্ডার সংক্রান্ত কারণে কাজটা শুরু করতে একটি দেরি হল, তবে আশা করা যায় পুজোর আগেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই শৌচালয় দুটি সংস্কার করা হচ্ছে। জেলা শেখ বাপি বলেন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় এই সুলভ শৌচাগার দুটি দ্রুত সংস্কার করা হচ্ছে। শুভব্রতবাবু আরও জানান, কাজ সম্পূর্ণ হলে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শৌচাগার দুটিকে স্থানীয় দক্ষিণ বাওয়ালি ব্যবসায়ী সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

১৯ সেপ্টেম্বর শালতোড়া নেতাজি সেক্রেটারী কলেজের রজত জয়ন্তী উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার আইসি রেজিস্টারপ্রাপ্ত সৌরভ দত্ত, পশ্চিমবঙ্গের এন এস এসের কর্তা অগ্নিনীল দাস, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সন্তোষ কুমার মণ্ডল, কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর কিশোর কুমার বিসওয়াল, জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি এবং কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং কলেজের সমস্ত ছাত্র ছাত্রী সহ অন্যান্য গুণী ব্যক্তিরা। **তথ্য:** সুকান্ত কর্মকার

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ৪ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর রাত ১২ টা নাগাদ রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ সিকদারের নেতৃত্বে নলহাটি থানার ওসি মোহাম্মদ আলীর উপস্থিতিতে নলহাটি–আজিমগঞ্জ রেলগেট সংলগ্ন তেঁতুলতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ধৃতদের থেকে সেলোটেপে মোড়ানো ৪টি বস্তায় প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে নলহাটি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে সুমন কর্মকার ও নিশা সাহানি আমোদপুরের, আসগর শেখ ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের এবং খায়রুল আলম ডিহা কৈগড়িয়ার বাসিন্দা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

আদালতের নির্দ্দেশে বাঁধ কেটে ভেড়ী তৈরী হচ্ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং খানার সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের জীবনতলা ও নাতড়া মৌজার ২৭০০ বিঘা ধানিজমি গত ১৯৭০ সাল থেকে পাঁচশ চাষী পরিবার চাষ করে আসছিল। সম্প্রতি আদালত ঐ ২৭০০ বিঘা জমির বাঁধ কেটে ফিসারী করার নির্দেশ দেওয়াতে ৫০০ চাষী পরিবার পথে বসেছেন। সংবাদে প্রকাশ, ১৯৭০ সালের আগে ঐ জমি ছিল নোনা ফিসারী। ফিসারীর মালিক শ্রী মন্মথ নাথ কয়াল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কৃষক নেতা শ্রী জামসেদ আলির নেতৃত্বে ক্যানিং এর কৃষকেরা ঐ জমি দখল করে এবং ধানচাষ সুরু করে। পরবর্তী কালে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে ঐ ২৭০০ বিঘা জমি খাস হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কারণ প্রচলিত সরকারী আইন অনুসারে এক ব্যক্তির নামে এত জমি থাকতে পারেনা। জানাগেল, জমির মালিক শ্রী কয়াল ১৩৩ ধারা অনুসারে কৃষক কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তিনি দাবী করেন ঐ ২৭০০ বিঘা জমিতে তাঁর ট্যাঙ্ক ফিসারী ছিল। সম্প্রতি আদালত ইংজাংশন জারী করে চাষীদের চাষ করতে নিষেধ করেছেন। সম্পূর্ণ এলাকার বাঁধ কেটে ফিসারী করার নির্দেশ মন্মথ কয়ালকে দেওয়াতে চাষীরা পথে বসেছেন।

৯ম বর্ষ, **২৭ সেপ্টেম্বর** ১৯৭৫, শনিবার, ৪১ সংখ্যা

বোট বুকিং এর কালো বাজারি রুখতে নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবনে : এবার পুজোর আগেই সুন্দরবনে বেড়ানোর বোট বুকিং এর কালো বাজারি বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ নিলো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। জঙ্গলে পর্যটকদের নিয়ে যেসব লঞ্চ বা বোট যায়, তাদের অনলাইনে আগাম বুকিং করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় এবার বদল আনলো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। এতদিন যে যেমনভাবে পারতেন, অন্যের বোট বুকিং করে রাখতেন। তাতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত বোট মালিক জানতে পারতেন না। কিন্তু এখন আর তা করা যাবে না। এবার ওটিপি ভিত্তিক বুকিং হবে। অর্থাৎ, বুকিং করার সময় সংশ্লিষ্ট বোট মালিকের ফোনে ওটিপি যাবে। সেটা দিয়ে অনলাইনে বুকিং করতে হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছে। তবে বুকিং করেও যদি কোনও বোট জঙ্গলে না যায়,তাহলে বন দফতর কড়া পদক্ষেপ নেবে। কোনও বোট মালিক এমন ঘটনা দু'বার ঘটালে তার বোটের লাইসেন্সসার্টিফিকেট এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হবে। নিয়ম অনুযায়ী, সুন্দরবনে রোজ ১২০টি করে বোট পর্যটক দের নিয়ে ভ্রমণ করতে পারে। তবে জানা গিয়েছে,পুরনো নিয়মে এক শ্রেণির মানুষ অসাধু উপায়ে বোট বুকিং করতেন। পর্যটকরা বোট বুকিং না করলেও তাঁরা বুকিং স্লট আটকে রাখতেন। এতে অনেক প্রকৃত পর্যটক বঞ্চিত হতো ভ্রমণে। টাইগার রিজার্ভের কাছে এই মর্মে অভিযোগ আসছিল। কতজন পর্যটককে নিয়ে বোট যাবে, বুকিংয়ের সময় তার উল্লেখ করতে হয়। অনেক সময় সেই সংখ্যা শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন হলে ও তা জানানো হতো না। এবার বোট মালিকরা তা সংশোধন করতে পারবেন। এ ছাড়াও এবার বুকিং স্লটে ওয়েটিং লিস্ট চালু করা হচ্ছে। অর্থাৎ, দিনে ১২০টি বোটের বুকিং হয়ে গেলে তারপর ২৮টি বোটের নাম এই তালিকায় ঢুকবে। কোনও কারণে আগে বুকিং নেওয়া বোট যাত্রা বাতিল করলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা বোট সেই জায়গা পূরণ করবে। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, 'বুকিং নিয়ে কালোবাজারি রুখতেই নিয়মে এই ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর পর্যটকদের ও বেড়ানোর কাজ ভালো ভাবে হবে।'

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
এবং শুভ দীপাবলি শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

রামাধীন গুপ্তা
বজবজ পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান
এসসি এসটি ওবিসি সেল সহ–সভাপতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কৈলাশ থেকে সুন্দরবনের বাঘের ডেরায় আগমন দেবী দশভূজা'র

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাদোঘাটা থানার অন্তর্গত বাদোঘাটা গ্রামের পরমান্য জমিদার পরিবার।পরিবারের কর্তা উমেশ চন্দ্র পরমান্য।জমিদার পরিবারের উমেশ চন্দ্রের সাত পুত্র সন্তান। সাত পুত্র রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, কালীপদ, নটোবর, দ্বিজেন্দ্র, অতিকায় ও বিপিন বিহারী পরমান্যদের নিয়েই সুখেই কাটছিল জমিদার পরমান্য পরিবারের। পরিবারে কোন কন্যা ছিল না। ফলে যে পরিবারে সাত ৭জন ভাই রয়েছেন। সেখানে কোন বোন নেই! তা হতে দেওয়া যায় না। এমন ঘটনায় পরমান্য পরিবারের সদস্যরা মহাসংঙ্কটে পড়ে যায়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময়ও মনমরা হয়ে পড়ে পরমাণ্য পরিবারের সন্তানরা।শেষ পর্যন্ত চলে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। অবশেষে সংঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য পরিবারিক গুরুদেবের দ্বারস্থ হয় পরমান্য পরিবার।বিপদ মুক্ত হতে গেলে পরিবারের মধ্যে মাতৃ আরাধনার আয়োজন করতে হবে।তবেই পরমান্য পরিবার সংঙ্কটময় বিপদ থেকে উদ্ধার হবে। শুরু হয় পারিবারিক গুঞ্জন। স্থীর হয় সাতভাইয়ের একমাত্র বোন স্বরুপ দেবী দশভূজা উমাকেই চম্পা রুপে পরিবারের মধ্যে বরণ করে নেওয়া হবে।জমিদার পরিবারের গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নির্দেশ পালন করে ১৯০৯ সালে জমিদার উমেশ চন্দ্র পরমান্য পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু করেন।কুলপুরোহিত সুরেন ভট্টাচার্য ও বিষ্টুপদ ঘোষাল এর তত্বাবোধানে শুরু হয় শাস্ত্রীয় মতে শুদ্ধাচারে দেবীর আরাধনা।দেবী দশভূজা কে চম্পা রুপে পূজো করা হয়।শাস্ত্রীয় মতে পুজোর পর বিসর্জন হয়ে গেলেও প্রতিমার প্রতিষ্ঠিত দেবীঘট কে প্রতিদিন পুজো করে থাকে পরমান্য পরিবারের সদস্যরা।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদীনালা বেষ্টিত জল জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনের ছোট্ট একটি দ্বীপ ছোটে মাল্লাখালি।সাতজেলিয়া,দত্তা,গাঁড়াল ও বিদ্যাধরী নদী দিয়ে ঘেরা ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল কয়েক যুগ আগে।যদিও মাঝে মধ্যে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের পদার্পণ ঘটে লোকালয়ে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৪৭ সালে পরমান্য পরিবার ভারতে চলে আসেন।ছোট মোল্লাখালি দ্বীপ এলাকার একমাত্র হেতালবেড়িয়া গ্রাম।সেই গ্রামের জমিদার অহিদারি ঘোষ। তাঁর জমিতে বসবাস শুরু করেন পরমান্য পরিবার।রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরা সংলগ্ন প্রত্যন্ত এই

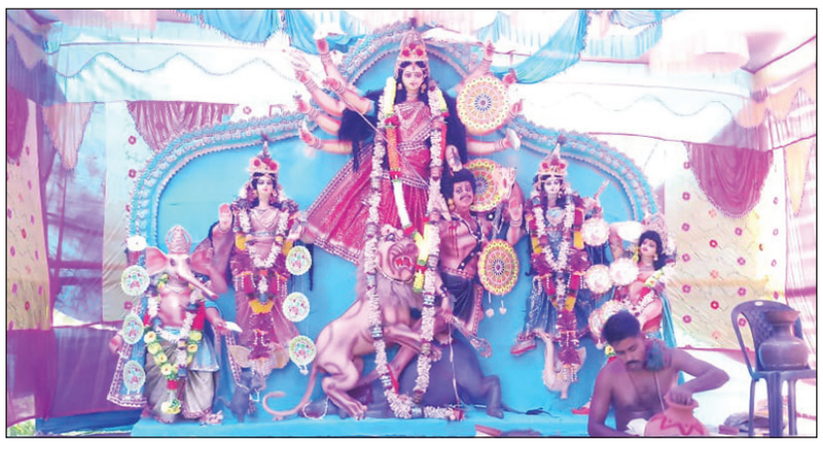

দ্বীপে ১৯৪৭ সালে আবারও শুরু হয় পারিবারিক দুর্গোৎসব।জানা যায় তৎকালীন সময়ে মাতৃরুপে চিন্ময়ী চম্পা কে রুপদান করেছিলেন মৃৎশল্পী সুরেন ঘরামী।কালের প্রবাহে অতীতের সেই নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পরমান্য পরিবারে আজও সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন চম্পা রুপে পুজিত হয় দেবী দশভূজা উমার।এই পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরী হয় ডাকের সাজ বিহীন সম্পূর্ণ মাটি দিয়েই রাজ রাজেশ্বরী মূর্তি। যা এক বিশেষ বৈশিষ্ট।আর্থিক অনটনের জন্য আচমকাই পারিবারিক এই পুজো বন্ধ হয়ে যায় ১৯৮১ সালে।পরে সংঙ্কটমোচন হলে প্রিয়াংশু,পবিত্র,প্রদীপ্ত,পুলকেশ পরমান্যদের উদ্যোগে আবারও পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু হয় ২০১৬ সালে। বিগত দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আয়লা, আম্ফান,ফণী, বুলবুল, ইয়াস ঘূর্ণিঝড় সহ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তছনছ করে দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। দুঃখ কষ্টের মাঝেও সুন্দরবনের দ্বীপান্তরের সাধারণ মানুষ ভোলেনি পরমান্য পরিবারে চম্পা রুপে দেবী দশভূজার আগমনের কথা।শরতের শিশির বিন্দু গায়ে মাখিয়ে শিউলির পূর্বাভাস পেয়েই দোদুল্যমান কাশ ফুলের আবেগ নিয়ে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা,বেদনা ভুলে দূর্গা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের পরমান্য পরিবার।শহর থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি।কিছুটা এগিয়ে গেলেই সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা। সুন্দরবনের অসহায় দরিদ্র পরিবারের মানুষরা এই পরামান্য পরিবারের পূজোকে নিজেদের পুজো মনে করেই পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটিয়ে দেয়। পরামান্য পরিবারের অন্যতম সদস্য পুলকেশ পরামান্য জানান 'তাঁর ঠাকুরদা উমেশচন্দ্র এই পুজোর সূচনা করেছিলেন বিগত প্রায় ১১৫ বছর আগে বাংলাদেশে। তবে এই পুজোকে ঘিরে গ্রামের মানুষের মনে খুশি হাওয়া লেগেছে। শহরের লাখ টাকা বাজেটের পুজোর কাছে এই পুজো অতি সাধারণ। না আছে প্যান্ডেলের বাহার,না রয়েছে কোন থিমের ছোঁয়া। দুচালা তাবুর প্যান্ডেলে এবার মাকে দেখতে ভীড় জমাবে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের অসহায় সম্বলহীন পরিবারের কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ–বৃদ্ধরা।'

পরমান্য পরিবারের কুলবধু প্রতিভা দেবী জানিয়েছেন 'আমাদের এই পারিবারীক পুজোয় পরিবারের মধ্যে আনন্দ যাতে সীমাবদ্ধ না থাকে,তারজন্য পুজোর বাজেট কাটছাঁট করা হয়েছে।এলাকার প্রায় শতাধিক দরিদ্র মানুষের জন্য নতুনবস্ত্র প্রদান করা হয় দেবীপক্ষের শুরু মহালয়াতেই।যাতে করে তাঁরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে পরমান্য পরিবারের পারিবারিক পুজোয় আরো বেশি করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।'

দশমীর নির্দিষ্ট দিনক্ষণেই দেবী দশভূজা চম্পা কে সুন্দরবনের নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর একটি বছরের জন্য প্রতীক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকেন পরমান্য পরিবারের কুলবধু শর্মিষ্ঠা,কাকুলী,বনশ্রী, পরমান্য পরিবারের কচিকাঁচা পৃথ্বীষা, পিহুনা, প্রত্যুষা ও পুনম,কার্তিক,প্রজাপতি, প্রকাশ,সংঘমিত্রা, মৃণাল,অরুণিমা সহ ছোট মোল্লাখালির দ্বীপের হেতালবেড়িয়া গ্রামের প্রায় পাঁচশো পরিবার দুহাজারেরও বেশী মানুষজন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২০ সেপ্টেম্বর – ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

অপরাধ, অপরাধী ও নাগরিক সমাজ

মহামানবেরা পাপকে ঘৃণা করতে বলছেন, কিন্তু পাপীকে নয়। পাপের নানা সংজ্ঞা এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও অপরাধ নিয়ে ভারতের ন্যায় সংহিতা স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। অপরাধের বিচার এবং অপরাধীর শাস্তি নিয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতের নাগরিক সমাজ একসময় বড় ভূমিকা পালন করতো। জয়প্রকাশ নারায়নের আন্দোলন এবং দেশে কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা ছিল। নাগরিক সমাজ সদর্থক ভূমিকা নিলে রাজনীতির ধারা অপরাধ দমনে সহায় করতে পারে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এ বঙ্গে একসময় নাগরিক সমাজের যে ভূমিকা ছিল আজ অনেকটাই ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে দলীয় রাজনীতির লেনদেনের রসায়নে। অপরাধীরা আশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক ছায়ায়। অপরাধ করে খুব সহজেই ছত্রছায়া খুঁজে নিচ্ছে ছোট–বড় মেজ নানা রাজনৈতিক নেতার কাছে। সম্প্রতি কয়েক মাসে পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টিকটু হারে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে। বিশেষকরে নারী ঘটিত অপরাধ যেন মাত্রাহীন। মানুষের বিশ্বাসের জায়গাগুলো সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক সময়ে হাজরা ল কলেজের ঘটনা, আরজি করের ঘটনা থেকে শুরু করে একের পর ঘটনা যেগুলি মানুষের স্মৃতিতে ক্ষণস্থায়ী হয়ে আরো একটি অপরাধের ঘটনা হয়ে ভুলিয়ে দিচ্ছে পূর্বের সবকিছু। অপরাধের সুনামি ভাসিয়ে দিচ্ছে সমাজের বিশ্বাস, টলিয়ে দিচ্ছে মূল্যবোধের কাঠামো। ছেলে মাকে খুন করছে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, শিক্ষক ছাত্রীকে, নেতা দলের মহিলা নেত্রীকে। এমনকি বিজয় উল্লাসে ছোট্ট বালিকাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হচ্ছে এই বাংলায়। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র প্রশাসন কিংবা পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো নয়, পাপের ভাগীদার তথাকথিত সুশীল নাগরিক সমাজও। যাঁদের হাত দিয়ে নানা সৃষ্টিশীল কাজ হচ্ছে সেখানেও অবক্ষয় দৈন্যতা স্পষ্ট। চলচ্চিত্র কিংবা থিয়েটার ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নানা সিরিয়াল সিনেমা বিশাল ছাত্র সমাজের কাছে নানা নেতিবাচক ভাবনাচিন্তার ধারাবাহিক বার্তা দিয়ে চলেছে। সমাজ মাধ্যমে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক নেতাদের অনৈতিক অকথা–কুকথা চেতনে অবচেতনে অপরাধের বীজ বপন করে চলেছে। মাঝেমধ্যেই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। রাজনৈতিক ভোটাভুটির পারদ যত উর্ধ্বমুখী হয় ততই অপরাধের ঘটনা উর্ধ্বমুখী হয়। সুশীল সমাজের প্রতিবাদী নাগরিক কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত হয় দলীয় আনুগত্যের নিরিখে। মূল স্রোতের গণমাধ্যম টিভি চ্যানেল থেকে সংবাদপত্র ব্যস্ত হয়ে পড়ে রাজনৈতিক তরজাকে প্রশ্রয় দিতে। হারিয়ে যায় সাধারণ মানুষের ব্যাথা, বেদনা, প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তির দিনলিপি। অপরাধীরা দাপিয়ে বেড়াবার সুযোগ পায়, সুযোগ পায়ে বারংবার অপরাধ করার। রাজনৈতিক ব্যর্থতা ধামাচাপা পড়ে যায়। নির্বাচিত কিছু মুখ, নির্বাচিত কিছু বক্তব্য কখনোই সাধারণ নাগরিক সমাজের মুখ হয়ে উঠতে পারে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

বশিষ্ঠ বললেন, তারপর কাল ভৃগুপুত্রকে নির্দেশ করলেন, তিনি যেন দেহাবশেষে প্রবিষ্ট হয়ে শুক্র নাম ধারণ ক"রে দৈত্যকুলের গুরুরূপে কর্তব্য পালন করেন, অবশেষে মোক্ষপথে নির্মুক্ত হন। কারণ নিয়তির এমনই বিধান নির্দিষ্ট আছে। উক্ত নির্দেশ দিয়ে কাল অন্তর্হিত হলে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাপসদেহ ত্যাগ করে শুক্র নতুন দেহ ধারণ করলেন, এবং পিতা পুত্র উভয়ে স্থির ও নিশ্চল হয়ে পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। রাম বললেন, হে ভগবন্! শুক্র যেমন সঙ্কল্পবলে স্বর্গভোগ করেছিলেন, তেমন ভাবে অন্যের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না কেন? বশিষ্ঠ বললেন, শুক্রের জন্ম কল্প সৃষ্টির প্রারম্ভেই উদিত হওয়ায় পূর্বজন্মকৃত কোন প্রারব্ধ সংস্কার ছিল না। পূর্বকল্পে সুকর্মপ্রভাবে কলঙ্কশূন্য বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর শুভসঙ্কল্পের দৃঢ়তা ছিল। সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তে শুভসঙ্কল্প দৃঢ় হয়। অন্য জীবের ক্ষেত্রে প্রাক্তন জন্মের অভূক্ত কর্মফল অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগ না করা পর্য্যন্ত নতুন কোন ফলাফল কার্য্যকরী হয় না, এবং আরও কি, রজঃ ও তমোগুণের আধিক্যে কোন সঙ্কল্প শুভ ফল দেয় না, কারণ সেই সঙ্কল্প শুভত্বে ঘন ও দৃঢ় হয় না। এ সত্ত্বেও জানবে স্বর্গ–মর্ত্য–পাতালে বিভিন্ন লোকসমূহ প্রথমে হিরণ্যগর্ভা ও পরে জীবসমূহের কল্পনামাত্র। কিন্তু প্রকৃতই এই সত্তাসমূহ যথার্থ নয়। জগৎরূপের অন্তরালে ব্রহ্মরূপতাই একমাত্র সত্য। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য যা কিছু দেখা যায়, অনুভূত হয়, তা সবই ভ্রমাত্মক। পঙ্কিল মণি বিধৌত হলে পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে যায়, তেমনই উপাসনা দ্বারা চিত্তমালিন্য বিধৌত হয়ে ব্রহ্মবোধ উজ্জ্বলভাবে জাগরূক হয়। রাগ–মোহ–দ্বেষ ইত্যাদি মলিনতায় দুষ্ট চিত্তে অদ্বৈত আত্মজ্ঞান উদিত হতেই পারে না। রাম বললেন, শুক্রের চিত্তে জগৎরূপ প্রতিভাস বা কল্পনাময় জগতে তাঁর কার্য্যাবলী বা ভাবনাগুলি কিভাবে সত্য আকারে পরিণত ও অবসৃত হল? বশিষ্ঠ বললেন, শুক্র পিতা ভৃগুর কাছে শুনে জগৎ সম্পর্কীয় যে সংস্কার লাভ করেছিলেন এবং বেদ–শ্রুতি অধ্যয়ণে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা তাঁর চিত্তে বদ্ধমূল ছিল। স্বভাবরূপ কোষে সংস্কার বীজাকারে থাকে, উপযুক্ত উপকরণের সংস্পর্শে সেই সংস্কার অঙ্কুরিত হয়। শুক্রের জ্ঞানকোষে পিতা এবং শ্রুতি হতে লব্ধ সংস্কার সঞ্চিত ছিল। সংস্কারানুযায়ী জীব যেমন বাসনায় লুব্ধ হয়, অন্তরে তার অনুভবও সেই প্রকার হয়। প্রত্যেক জীবই অন্তরের অনুভব বা কল্পনা অনুযায়ী সংসার লাভকরে। রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ! কল্পনাময় জগতে আমাদের যে কল্পনাবলী আছে, সেগুলি কি পরস্পর মিলিত হতে পারে, কিংবা হতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলুন। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর পর্বতশৃঙ্গ

অন্নপূর্ণা সবচেয়ে ভয়াবহ মৃত্যুফাঁদ। ১৯০০ সাল থেকে এখানে ২৪৪টি অভিযানের মধ্যে ৭২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। অর্থাৎ, মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ভয়ঙ্কর ২৯.৫ শতাংশ।

রোল মডেল এক আইন রক্ষক

অরিন্দম আচার্য্য
প্রাক্তন পুলিশকর্তা

এক টিভি অনুষ্ঠানে লেখকের (একেবারে ডানদিকে) সঙ্গে প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত (একেবারে বাঁদিকে)।

আজও মনে আছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য সোনারপুরে প্রকাশ্য জনসভায় আসবেন বিকাল ৪ টায়। নির্ধারিত মাঠ জনসমুদ্র। আমরা বেশ কিছু থানার বড়বাবু নিজেদের ডিউটিতে ব্যস্ত। প্রায় ঘণ্টা দুই আগেই বহু নেতা এবং জেলার উর্ধতন পুলিশ অফিসার, ডিআইবি এসে ভালো করে মঞ্চটি পরিদর্শন করে যখন মুখ্যমন্ত্রীর সেফটি ও সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ঠিক সেই সময় ঝড়ের বেগে তৎকালীন আই বি সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ পঙ্কজ দত্ত কয়েকজন অফিসার নিয়ে সারা মাঠ পরিদর্শনের শেষে এলেন মূল মঞ্চে, কিছুক্ষণ মঞ্চ পর্যবেক্ষনের পরে হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালে আমি ছুটে যেতেই বললেন, অরিন্দম তুমি ওখানে নয়, মঞ্চ ও টোটাল পেরিফেরি এরিয়ার দায়িত্বে থাকবে। যেমন নির্দেশ তেমন কাজ। কিন্তু মঞ্চে যেতেই বলেন, দেখ মঞ্চের সিঁড়ির উপরের ধাপে এবং প্রবেশ করার জায়গায় তিন চারটি পেরেক কি ভাবে কাপড়ের ভেতর থেকে উঁকি মারছে। যা বিপদজনক, মুখ্যমন্ত্রী স্টেজে ওঠার মুহূর্তে যদি ওনার ধুতিতে পেরেক লাগে বা পা রক্তাক্ত হয়ে কোনো, দুর্ঘটনা হয় পুরো পুলিশ বাহিনীর বদনাম হবে না? সহসা ডেকরেটার্সের দায়িত্বে থাকা একজনকে ডেকে সেই সব পেরেক নির্মূল করিয়েছিলেন। মিটিং শেষে থানায় আসার মুহূর্তে ভাবছিলাম, কত নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ছিল সদস্যদের। এটা ঠিক উনি পুলিশ সুপার থাকতে আমি ওনার অধীনে সেই ভাবে কাজ না করলেও ওনার সততা, দৃঢ়তা, প্রচন্ড পরিশ্রম, নারীর প্রতি সম্মান, দেশ–সমাজ–পুলিশের উর্দির প্রতি নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ শুধু আমাকে নয় বহু তরুণ অফিসারদের ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল।

আমি মালদা জেলায় ২০০৫ সালে কর্মরত থাকতে শুনেছিলাম উনি এই জেলায় ২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত পুলিশ সুপার থাকাকলীন সাধারণ মানুষদের জন্য কতনা দৃষ্টান্ত মূলক কাজ করেছিলেন যা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। আমরা সবাই জানি মালদা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার সহ নানা জেলায় বহুদিন থেকে গরু পাচার একটি জ্বলন্ত ইস্যু ছিল। ছিল কোটি কোটি টাকা অসৎ পথে আয় করার সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু একমাত্র উনিই সেই পুলিশ সুপার যিনি প্রথম তরুণ ছেলেদের নিয়ে একটি আর জি পার্টি গঠন করছিলেন। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে গরু পাচার কারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যদি কোনো মেম্বার আঘাত প্রাপ্ত হয় তাদের ট্রিটমেন্ট ও আর্থিক সাহায্যে একটি ফান্ড গঠন ও প্রত্যেকের জন্য ইনসিউরেন্সের ব্যবস্থাও করেছিলেন। ফলে দীর্ঘদিনের বস্তাপচা গরু পাচার কারী, কিছু রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের স্বপ্নের বে–আইনি অর্থ উপার্জনের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পেরেছিলেন। অথচ ইচ্ছে করলে উনি কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারতেন না কি? মালদাতে পতিতা পল্লি থেকে ওনার নির্দেশে এক রাতেই প্রায় ১০০ জন মেয়ে উদ্ধারের সুব্যবস্থা করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নারীর সম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধ যা আজও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমি যখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার আন্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটের চার্জে ছিলাম সেই সময় শুনেছিলাম উনি ডিআইজি, সিআইডি থাকাকালীন সারা রাজ্যের বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লীর নারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজও মনে আছে স্যার ও ওনার সহধর্মিনী দুজনে মিলে টিভিতে আনলে 'আইন কি বলে' শীর্ষক–এর অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের সচেতনতার স্বার্থে খুব আকর্ষণীয় এক ঘণ্টার একটি অনুষ্ঠান করতেন। সেই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে ওনার নির্দেশে আমাকে প্রায়ই থাকতে হত। ওনার সহধর্মিনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে এবং মিঃ পঙ্কজ দত্ত আমাদের মতোই একজন সাধারণ অতিথি হিসেবে থাকায় অনুষ্ঠানটি অল্পদিনেই খুব আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই চ্যানেলে বন্য প্রাণ নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে আমি আফ্রিকার মাসাইমারা জঙ্গলে গিয়ে জীবন বাজি রেখে পশুদের আচরণ এবং কেন সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশে জাতীয় সংগীত মাউথ অর্গানে বাজিয়ে ছিলাম, সেই কাহিনীটি বলে শ্রোতাদের অনুরোধে মাউথ অর্গানে জাতীয় সংগীতটি বাজালে ঠিক তার পরদিন স্যারের নির্দেশে আমাকে সেই চ্যানেলে মাউথ অর্গানটি নিয়ে যেতেই বলেছিলেন, তুমি গান গাও জানি কিন্তু মাউথ অর্গান এতো ভালো বাজাও! আমিতো জানতাম না। তুমি ধনধান্যে পুষ্প ভরা গানটি কি বাজাতে পারবে? উত্তরে বলেছিলাম স্যার এই গানটি আমার মায়ের খুব প্রিয় আমি জানবো না! সেই ষ্টুডিওর ছোট্ট গেস্ট রুমে নিস্তব্ধ পরিবেশে যখন আমি বাজানো শেষ করি লক্ষ করেছিলাম স্যারের দু চোখে যেন বর্ষা নেমে এসেছিল। এই বাংলাকে উনি কতইনা ভালোবাসতেন।

আজও স্পষ্ট মনে আছে একটি কেসের তদন্তে মুম্বাই–পুনের এক নিষিদ্ধ পল্লী থেকে ২০১২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে ওর সঙ্গে জীবন বাজী রেখে পূজা নামের আরও অন্য একটি ১৬/১৭ বছরের মেয়েকে উদ্ধার করেছিলাম। ওই দুটি নেপালি মহিলা সহ অপহরণ কারীদেরও গ্রেপ্তার করে ফরেজখানা থানায় নিয়ে আসার পরে সেই মাইনর মেয়েটির ক্ষেত্রে থানার বড়বাবু ও তথাকথিত সেই নিষিদ্ধ পল্লীর দালাল চক্র এক জটিলতার সৃষ্টি করলে আমি আমার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলাম। সেই দিন কেস ডায়েরি লেখার সময় গভীর রাতে মিঃ পঙ্কজ দত্তর সাথে আলোচনা করে পরামর্শ চাইলে খুশি হয়ে বলেছিলেন এই কেস ডাইরি যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে আসামীদের শাস্তি হবার সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু এর সঙ্গে ১২০ বি সেকশনটি অ্যাড করতে হবে। কারণটাও সে দিন গভীর রাতে আমায় বুঝিয়ে বলেছিলেন। অবশেষে অপহরনকারীদের ৭ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল, পরে সেই দুজন অপহৃতা নারীর সংসার জীবনে সুখী হবার খবর পেয়ে মিঃ পঙ্কজ দত্ত আমায় বলেছিলেন, জানো অরিন্দম! এই সব পতিতা পল্লীর মেয়েদের কতো করুন কাহিনী এবং ওখানে ওরা প্রতিদিন কি ভাবে নির্যাতিত হয় আমরা কতজন তার খোঁজ রাখি? কটি ঘটনাই বা ওই সব হতভাগিনী যৌন কর্মীরা পুলিশে নথিভুক্ত করার সাহস পায়! এই সব কেস খুব ভালো ভাবে তদন্ত করে আসল দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে কিছুতেই পিছুপা হবে না, আমি কথা দিয়েছিলাম।

২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালে তিলোত্তমা খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায় আমাদের থেকেও মিঃ পঙ্কজ দত্ত আরও বেশি সোচ্চার হয়ে মিডিয়াতে যেভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং নানা বিতর্কের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমান ভাবে সমালোচনা করতেন সেগুলো যেমন আমাদের কাছে শিক্ষনীয় ছিল তেমনি চিরদিন স্বরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা জেনেছিলাম উনি প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনো একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আরজিকর হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছিলেন, সোনাগাছিতে নানা ঘটনার কথা আমরা জানি কিন্তু তাই বলে একটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এই মর্মান্তিক ঘটনা? আমরাও কিন্তু বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নানা প্রশ্ন তুলেছি। একটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে একজন মহিলা ডাক্তার ৩৬ ঘন্টা ডিউটি করার পরে ধর্ষিতা ও খুন হবে? সত্য ঘটনা উদ্ঘাটনে ভিক্টিমের মৃতদেহ অতি দ্রুত দাহ করার পরে কেস শুরু করা হল? মেয়েটির মা বাবা তার মেয়ের মৃতদেহ পাবে না? বস্ত্রহীন অবস্থায় একজন ডাক্তার তার কর্মস্থলে কখনো আত্মহত্যা করে? এটা সু–পরিকল্পিত এবং চক্রান্ত করে ইভিডেন্স লোপাট ও তদন্তের নামে প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে? এই বক্তব্য শুধু আমাদের এই বাংলা তথা ভারতের মানুষের নয়, কোটি কোটি বিদেশের মানুষেরও মনের কথাই ছিল। স্যারের বক্তব্য নিয়ে বটতলা থানায় ওনার বিরুদ্ধে যে কেস হয়েছিল আমরা জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম উনি গত বছর ৬ অক্টোবর সেই থানার নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাডভোকেট শ্রী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টপাধ্যায় সহ আরও একজন অ্যাডভোকেটকে নিয়ে। ভাবতে অবাক লাগে এক মামুলি পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন সম্মানীয় প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা আইজিপি তথা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্য সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন সৎ মানুষকে তদন্তের নামে সেই থানায় প্রায় ৫–৬ ঘণ্টা বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিভাবে মানসিক নির্যাতন করেছিলেন। সেই সময় হাইকোর্ট থেকে যাওয়া অ্যাডভোকেটদেরও ওনার সাথে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য যে সব মহিলাদের ওখানে প্রতিবাদে জড়ো করে স্যারের গলায় জুতোর মালা পরাবার জন্য বিকেল পর্যন্ত ওখানে জমায়েত করে রাখা হয়েছিল, সেই সব মহিলাদের অনেককে জিজ্ঞাসায় তারা মিডিয়াকে প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, কেন ওনাদের এখানে আনা হয়েছে তা আদৌ জানেনা। কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে রোটারি ক্লাব আয়োজিত স্যারের স্মরণ সভায় চোখের জলে ওনাকে কিভাবে তদন্তের নামে সেই দিন মানসিক আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছিল তা জয়ন্তবাবু সহ অ্যাডভোকেট শীর্ষেন্দু সিনহা রায়, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা উপেন বিশ্বাস, সলিল ভট্টাচার্য্য এবং আমিও চোখের জলে ব্যক্ত করেছিলাম। সেই দিনের অনুষ্ঠানে ওনার সহধর্মিনীও মহাবোধি সোসাইটির অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন, স্যার নিজে প্রচন্ড অসুস্থ এবং চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও বটতলা থানার নির্দেশকে উপেক্ষা করেননি। আমার বেশ কিছু বই দেবসাহিত্য কুটির, পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত হওয়ায় মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিট যেতে হত মনে পড়ে ২০২৪ সালে অক্টোবর মাসের, মাঝামাঝি তারিখের কোনো একদিন কলেজ স্ট্রিট বইয়ের দোকানে যাওয়ার পথে হঠাৎ স্যারকে দেখে ওনার সামনে গিয়ে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াতেই উনি প্রশ্ন করে বলেছিলেন, আচ্ছা অরিন্দম! তোমরা কি বিশ্বাস করো আমি চাকরি জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো নারীকে অসম্মান করে কথা বলেছি বা বলতে পারি? আমি অন্যায় কিছু বলে থাকলে নিশ্চই ক্ষমা চাইতাম কিন্তু আমার উত্তর না শুনেই সেদিন উনি একটু অন্যামনস্ক হয়ে চলে যেতেই ওনার সঙ্গে থাকা একজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসায় জানতে পেরেছিলাম স্যার বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটিতে যাচ্ছেন।

মনে আছে গত ২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর উনি স্যার বাংলার প্রতিলিপি হয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বেনারসে থিওসফিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণেই এক আলোচনা সভায় গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেই সেরিব্রাল অ্যাটাক হলে ওনার স্ত্রী চরম অসহায় হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ায় একমাত্র এই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও এবিপি আনন্দ টিভি চ্যানেলের সুমন দের পাঠানো একজন প্রতিনিধি সাধ্য মতো ওনার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই দিন সাথে সাথে হাসপাতালে অ্যাডমিট করা হলেও চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ৩০ নভেম্বর সেই হাসপাতালেই চিরনিদ্রায় চলে গেলেন। অনেকেই হয়তো জানেনা ওনাকে এই কলকাতায় দাহ করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা সত্ত্বেও ওনার সহধর্মিনী স্বামীর বিদেহী আত্মার চিরশান্তির জন্য বাংলার এই বিষাক্ত পরিবেশে না এনে বিশ্বের ভারতআত্মার মূল প্রবাহ সেই কাশীর মনিকর্নিকা ঘাট মহা শ্মশানে পঞ্চভূতে বিলীন করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে চোখের জলে সম্পন্ন করে স্বামীর মনের শেষ ইচ্ছা পূরণ করায় ভারতীয় নারীর হিসেবে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফিরেছিলেন। আমি আশ্চর্য হয়েছি গত ২০২৩–এর ডিসেম্বর কলকাতা বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটির হলে স্যারের দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া নাম করণে যে অসাধারণ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল সেই বইয়ে ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন চিরকালের বেনারসের কাশী লেখাটি পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম ওনার শেষ ইচ্ছাও ছিল অধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে দিয়ে এই কাশীতেই যেন শেষ জীবনটি অতিবাহিত করে যেতে পারেন। মনে প্রশ্ন জেগেছিল ওনার স্ত্রী কি সত্যিই অন্তর্যামী? গত ২৭ জুন ভারতের মহাকাশ বিজয়ের আনন্দে সেই দিন রাতের আকাশে আমার অবচেতন মনে তাকিয়ে দেখি ওনার বিদায়ে পুলিশ বিভাগে এক সৎ অফিসারের বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হলেও নীল আকাশে লক্ষ কোটি তারাদের মাঝে স্যার উজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়ে আমাদের দীপ্ত কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও নারীদের সম্মান রক্ষায় সর্বশক্তি দিয়ে কথা বলছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সব স্বেচ্ছাচারী, কদর্য দুর্নীতিগ্রস্ত পাপিষ্ঠ, ক্ষমতা লোভী, যাদের সর্বশরীরে অসহায় মানুষের রক্ত লেগে আছে সেই সব রাজনৈতিক নেতা, নেত্রী বা আমলারা নয়, আগামীদিনের হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় মানুষ,পুলিশ কর্মীদের কাছে স্বর্গীয় শ্রী পঙ্কজ দত্ত এক অনুকরণীয় রোল মডেল হয়ে চিরদিন বিরাজমান হয়ে থাকবেন।

থানায় হাজিরার সেই বেদনাদায়ক মুহূর্তে

উপরোক্ত বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।

দেশ দেশান্তরে

পাকিস্তান ও সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা চুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌদি আরব ও পাকিস্তান ১৭ সেপ্টেম্বর একটি আনুষ্ঠানিক পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দীর্ঘ দশকের নিরাপত্তা অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার এই পদক্ষেপ আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

গালফ আরব রাষ্ট্রগুলো সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা রক্ষাকারী হিসেবে কতটা নির্ভরযোগ্য–তা নিয়ে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠছে। এর মধ্যে গত সপ্তাহে ইসরায়েলের কাতার আক্রমণ উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়।

সৌদি এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, 'এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নয়, বরং আমাদের দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।'

জানা যায়, ইসরায়েল দোহায় হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়, যখন তারা কাতারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ ঘটনায় আরব দেশগুলো প্রবল ক্ষুব্ধ হয়।

এই প্রতিরক্ষা চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত ভারসাম্যে পরিবর্তন আনতে পারে। ওয়াশিংটনের মিত্র উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু গাজা যুদ্ধ সেই সমীকরণকে নাড়া দিয়েছে। এর মধ্যেই কাতার এক বছরের মধ্যে দু'বার আক্রমণের শিকার হয়েছে—একবার ইরানের হাতে, আর এবার ইসরায়েলের হাতে।

চুক্তিটি এমন সময়ে হলো, যখন পাকিস্তান কয়েক মাস আগে প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সামরিক সংঘাতে জড়ায়।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জয়শওয়াল বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স–এ পোস্ট করে বলেন, "আমরা ঘটনাটির ব্যাপারে অবগত আছি। এর ফলে ভারতের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর কী প্রভাব পড়বে, তা খতিয়ে দেখা হবে।"

সৌদি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত—যা একইভাবে একটি পারমাণবিক শক্তি—সঙ্গেও সম্পর্ক সমানভাবে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে হবে। তিনি বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বর্তমানে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে দৃঢ়। আমরা এ সম্পর্ক আরও গভীর করব এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে চাই।"

চুক্তির আওতায় পাকিস্তান কি সৌদি আরবকে 'পারমাণবিক ছাতা' দেবে কি না—এমন প্রশ্নে সৌদি কর্মকর্তা বলেন, "এটি একটি সর্বাত্মক প্রতিরক্ষা চুক্তি, যা সব ধরনের সামরিক উপায়কে অন্তর্ভুক্ত করে।"

পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ফুটেজে দেখা যায়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান চুক্তি স্বাক্ষরের পর আলিঙ্গন করছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির, যিনি দেশটির সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত।

মার্কিন ভিটোয় গাজা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গাজা যুদ্ধ নিয়ে আনীত প্রস্তাবে ষষ্ঠবারের মতো ভেটো দিল যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার হওয়া ভোটে প্রস্তাবটির পক্ষে ১৪টি দেশ সমর্থন জানালেও যুক্তরাষ্ট্র ভিটো দেওয়ায় তা গৃহীত হয়নি। প্রস্তাবটিতে গাজায় অবিলম্বে, নিঃশর্ত ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ঘোষনার পাশাপাশি ইসরায়েলের আরোপিত ত্রাণ সরবরাহের বাধা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। একই সঙ্গে হামাস ও অন্যান্য গোষ্ঠীর হাতে আটক জিম্মিদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিও তোলা হয়। ভোটের আগে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিনা মার্কুস ল্যাসেন বলেন, 'গাজায় দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত হয়েছে, শুধু আশঙ্কা নয়।' তিনি আরও জানান, ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে বেসামরিকদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, মার্কিন কূটনীতিক মরগান অরটেগাস বলেন, যুদ্ধের দায় হামাসের। ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে নিয়েছে, কিন্তু হামাস তা প্রত্যাখ্যান করছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলে প্রায় ১,২০০ মানুষ নিহত হয় এবং ২৫১ জন জিম্মি হয়। এর পর থেকে গাজায় নিহত হয়েছে ৬৪ হাজারেরও বেশি মানুষ, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক। আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে গাজা ইস্যুতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে বলে জানা গেছে।

পাঠকের কলমে

হঠাৎ ভেন্ডার চেঞ্জে বিপাকে চাকুরীপ্রার্থীরা

এসএসসি–র সিলেকশন পোস্ট ফেজ ১৩ বিজ্ঞপ্তিতে হঠাৎ ভেন্ডর বদলে বিপাকে চাকুরীপ্রার্থীরা। এখানে ভেন্ডার মানে যারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, সিকিউরিটি ও দক্ষতার সাথে পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকেন। বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় দক্ষতাসম্পন্ন টিসিএসকে হঠাৎ বাদ দিয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কম যোগ্যতাসম্পন্ন এডুকিউটি কেরিয়ার টেকনোলজিস নামক সংস্থাকে। বাংলায় এদের পরীক্ষার সেন্টার নেই বললেই চলে, যত সেন্টার মূলত বিহার সহ ভিন রাজ্যে। যার ফলে বাংলা সহ গোটা ভারতের চাকুরীপ্রার্থীদের পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে বিহার, আন্দামান সহ ভিন রাজ্যে। বিহার বা আন্দামানে নেই কোন পরীক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো। নেই উপযুক্ত সিকিউরিটি। পদে পদে চাকুরী প্রার্থীদের হয়রানি। যখন তখন পরীক্ষা বন্ধের নোটিশ। বেশি গাড়ি ভাড়া, বেশি ঘর ভাড়া দিয়ে কোন রকমে থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে স্ব স্ব রাজ্যে। এসএসসি তথা ভারত সরকারের কি উদ্দেশ্যে! হঠাৎ টিসিএস বাদ কেন? এভাবেই কি এসএসসির সব পরীক্ষা থেকে একে একে বাদ চলে যাবে টিসিএস। এসএসসির এই অশুভ ষড়যন্ত্র বন্ধ হোক। রাজ্যে রাজ্যে হোক এর প্রতিবাদ।

দীপংকর মান্না, চাকপোতা,আমতা,হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

শোলার প্রতিমা সহ মণ্ডপসজ্জায় চমক দেবে জলপাইগুড়ি মুহুরিপাড়ার দুর্গাপুজো

দেবাশিষ রায় : সম্পূর্ণ শোলার তৈরি প্রতিমা। সুবিশাল মণ্ডপের সর্বত্র শোলার চোখধাঁধানো সাজসজ্জা শোভা পাবে। সেই মণ্ডপজুড়ে নারায়ণের দশ রূপ বিরাজমান। মাথার ওপর মণ্ডপের মাঝখান থেকে ঝুলবে শোলার অপরূপ কারুকাজসমৃদ্ধ বিশালাকার ঝাড়বাতি। এমনই সব চমক নিয়ে এবারে উমাদেবীর আরাধনার জমজমাট আয়োজন করছে জলপাইগুড়ি সদর শহরের মুহুরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি। মূলত বঙ্গদেশের সুপ্রাচীন শোলা শিল্পকলার ঐতিহ্যকে নবীন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্যই এধরনের রাজকীয় আয়োজন। জলপাইগুড়ি জেলা সদর সহ উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম মুহুরিপাড়া সর্বজনীন। স্থানীয় বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের পরিচালনায় এবারের এই পুজো ৭৬ বর্ষে পদার্পণ করছে। পুজোর বাজেট সবমিলিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ। ২১ সেপ্টেম্বর এখানকার পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এইমুহূর্তে কর্মকর্তাদের মধ্যে চড়ান্ত ব্যস্ততা। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে বৃষ্টিপাত মাঝেমধ্যেই ভিলেন রূপে অবতীর্ণ হওয়ায় পুজোর সামগ্রীক প্রস্তুতিতেও চরম ব্যাঘাত ঘটছে। তাই সকলের কপালেই দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুহুরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি এবারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাকেই থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে। সেইমতো শোলা শিল্পকর্মকে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়ে এগোয়। উদ্যোক্তাদের এই অভিনব চিন্তাধারাকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁদের দিকে সহযোগিতার হাত সম্পূর্ণরূপে বাড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্ববন্দিত শোলাশিল্পী তথা জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত 'শিল্পগুরু' আশিস মালাকার। পূর্ব বর্ধমান জেলার বনকাপাসি গ্রামের বাসিন্দা আশিস মালাকার এখানকার থিমের জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। নিজের হাতে তৈরি দুর্গাপ্রতিমার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই এই

থিমের জন্য বিশালাকার প্রতিমাটি তৈরি হচ্ছে। একত্রে দুর্গাপ্রতিমাটি উচ্চতায় ১৫ ফুট এবং ২২ ফুট চওড়া। সেইসঙ্গে ২০০০ বর্গ ফুট এলাকাজুড়ে ৪০ ফুট উচ্চতার বিশালাকার পুজোমণ্ডপের সর্বত্র শোভা পাবে বঙ্গদেশের ঐতিহ্যবাহী শোলা শিল্পকর্মের অসংখ্য নমুনা। এই সম্মিলিত প্রয়াসে সর্বসাধারণ যে মোহিত হবে, এটা হলফ করে বলাই যায়। শোলাশিল্পী আশিস মালাকার তাঁর বাড়িতে সাজসজ্জার কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আলিপুর বার্তাকে জানাচ্ছিলেন মুহূরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতির এই অভিনব থিমের কথা। তিনি মুহুরিপাড়ার পুজোর দুর্গাপ্রতিমার ক্ষুদ্র সংস্করণটি পাশে নিয়ে বলেন, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাংলা শোলা শিল্পকর্মের ওপর এতবড়ো কাজ একটা বিরল ঘটনা। দুর্গাপ্রতিমা সহ অন্যান্য মূর্তি তৈরি থেকে শুরু করে মণ্ডপজুড়ে শুধুই শোলার সাজসজ্জার চমক থাকছে। যা দেখে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পের কথা সকলকে আরও একবার মনে করিয়ে দেবে। এই পুজো কমিটির সম্পাদক তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উত্তম বোস বলেন, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব পরিচালিত এবারে ৭৫ বর্ষের এই দুর্গাপুজোয় আমরা বাংলার ঐতিহ্যবাহী শোলা শিল্পকে তুলে ধরার একটা চেষ্টা করছি। আধুনিকতার ধাক্কায় শোলা শিল্প বর্তমানে সঙ্কটের সম্মুখীন। নবীন প্রজন্মের অনেকেই শোলা কেমন জিনিস সেটাই চেনে না। শোলা সহ এই শিল্পকর্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতেই এবারে এই অভিনব আয়োজন। ২১ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পুজো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন এবং সেইদিন মণ্ডপে উপস্থিত থাকবেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক সামা পারভিন সহ বিশিষ্টজনেরা। পুজো উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন রয়েছে। তবে, আমাদের এই চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় অকাল বৃষ্টিপাত যেভাবে বাধা সৃষ্টি করতে উঠপড়ে লেগেছে তাতে আমরা বেশ দুঃশ্চিন্তায় রয়েছি।

মাতলার চরে গড়ে উঠছে সোমনাথ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের মাতলা নদী মজে গেলেও নামের ঐতিহ্য রয়েছে। সেই মাতলার তীরে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করবে বিদ্যাধরী পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব। বিশেষ আকর্ষণ গুজরাটের 'সোমনাথ' মন্দির। বৃষ্টির জন্য মন্ডপ সজ্জার কাজ সামান্য থমকে গেলেও বর্তমানে জোর কদমে চলছে সোমনাথ মন্দিরের কারুকার্য। মেদনীপুরের প্রতিমা শিল্পী সুরথ পাল ও রাজু পালদের শিল্পকলায় দেবী দুর্গা সহ পরিবারের বাকিদের অপরূপ রুপদান করবে। সোমনাথ মন্দিরের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে চন্দনগরের আলোক সজ্জায় মণ্ডপের উজ্জ্বল রূপ বাড়িয়ে তুলবে ১০ লাখ টাকার সামান্যতম বাজেট হলেও ক্যানিং মহকুমা এলাকায় মাতলার নদীর চরের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু 'সোমনাথ মন্দির'।

জানা যায়, শঙ্কর দাস ও প্রদীপ দাস দুই ভাই ২০১৮ সালে দাস পরিবার ও গ্রামের বধুদের নিয়ে শুরু করে এই দুর্গাপুজো। গ্রামের সকলের কথা মাথায় রেখে বিদ্যাধরীপাড়াতেই পুজোর পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পুজো কমিটির সম্পাদক প্রদীপ দাস জানালেন 'পুজার দিনগুলিতে সাধারণভাবেই নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গান, কবিতা, নাটক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

হয়। এছাড়াও নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দশমীর দিন সমস্ত পূজার শেষে সন্ধ্যায় মানুষের নয়নবারিতে দেবী দশভূজা বিদায় নেয়।

উত্তাল জনগণ

প্রথম পাতার পর

এত বিলম্বের জন্য অকালে চলে গেল একটা তরতাজা প্রাণ। ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার স্কুলে অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা আসতেই উত্তেজিত জনতা উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধর করে পুলিশের সামনেই। কোনো রকমে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। পুরো স্কুল চত্বরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তারপর শ্যামপাহাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ

শিক্ষাপীঠ স্কুলের সামনে বাঁশ লাঠি ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গ্রামবাসীরা যার জেরে রামপুরহাট থেকে ঝাড়খণ্ড–বিহার যাওয়ার রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার নেতৃত্বে রামপুরহাট থানার সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি ধৃত শিক্ষক তৃণমূল শিক্ষা সেলের সদস্য হওয়ার ফলে পুলিশ ধরেও পরে ছেড়ে দেয়, তদন্তেও গাফিলতি হচ্ছে। পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে সেইসাথে শাসকদলের প্রতিও ক্ষোভ ব্যক্ত করে। তাদের মতে, এধরনের কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব নয়, আরো কেউ জড়িত থাকতে পারে। দাবি ওঠে, অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

জেলা জুড়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিষ্ণুপুর–২ ব্লকের খাগড়ামুড়ি অঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হল আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্প। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া। এছাড়া ছিলেন পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাশিষ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন সভাপতি মাননীয় নব কুমার বেতাল। মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়ে সাত লক্ষ ভোটে জিতেছেন, আগামী দিন তিনি ৮–৯ লক্ষ ভোটে জিতবেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ১৮ সেপ্টেম্বর সাতগাছিয়া বিধানসভার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের রামকৃষ্ণপুর বোরহানপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন নব কুমার বেতাল। তিনি বক্তব্যে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ দিয়ে যেটা বলেন বাস্তবে সেটা করে দেখান। পশ্চিমবঙ্গে তিনি ৮০ লক্ষ বুথেই ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় ১০ লক্ষ করে টাকা বরাদ্দ করেছেন যার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

সাতগাছিয়া বিধানসভার বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের বাখরাহাট অঞ্চলের নান্দাভাঙ্গায় রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নব কুমার বেতাল সহ ব্লকের সকল স্তরের নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে নব কুমার বলেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাতগাছিয়া বিধানসভায় ১ লক্ষের বেশি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

নবকুমার বেতালের উপস্থিতিতে ওই নম্বর ব্লকের বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, এ বছর বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের ২৮১টি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবছর ২৬টি নতুন পুজো বেড়েছে। এই ২৬টি দুর্গাপুজোর মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা পরিচালিত। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবাংলায় মহিলাদের দুর্গাপুজো বেড়ে চলেছে।

গঙ্গাসাগর থেকে আমাদের প্রতিনিধি সৌরভ নস্কর জানাচ্ছেন, ১৯ সেপ্টেম্বর গঙ্গাসাগরের কোম্পানিরচর মহেশ্বরী হাইস্কুলে মুড়িগঙ্গা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয় আমাদের পাড়ায় আমাদের কর্মসূচির শেষ ক্যাম্প। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ–সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ, প্রধান গোবিন্দ মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে বস্ত্রসহ একাধিক রান্নার সরঞ্জাম তুলে দেন মন্ত্রী, বিডিও সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা।

আশঙ্কা সত্যি

প্রথম পাতার পর

দমকলের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, স্টেশনে ঢোকার মুখে অবৈধ দখলদারদের কারণে দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতে পারেনি। অন্য পথে লেভেল ক্রসিং দিয়ে ঢুকিয়ে দূর থেকে হোস পাইপ দিয়ে জল দেওয়া হয়। নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ এই সন্তোষপুর, পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ স্টেশন দিনের পর দিন হকারদের দখলে চলে যাচ্ছে। অথচ রেল দপ্তরের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। রেল দপ্তর বা রেল পুলিশের দায়সারা উত্তর, স্থানীয় শাসক দল এবং রাজনৈতিক দলগুলি যতদিন না সচেতন হচ্ছে ততদিন দখলমুক্ত করা যাবে না। নিত্যযাত্রীদের দাবি, রেল দপ্তর প্রয়োজনে সেনাবাহিনী দিয়ে বিভিন্ন স্টেশন হকার মুক্ত করুক। সন্তোষপুরের স্টেশন ম্যানেজার শিবানী ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য জানার জন্য ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিপদ ভারতের

প্রথম পাতার পর

বিশেষত যখন চীন তাদের ষষ্ঠ প্রজন্মের স্টেলথ বিমান উন্মোচন করেছে। নৌবাহিনীও প্ল্যাটফর্মের ঘাটতিতে ভুগছে, বিশেষ করে বিমানবাহী রণতরীর জন্য পর্যাপ্ত যুদ্ধবিমান নেই। অন্যদিকে সেনাবাহিনী এক লাখের বেশি সৈন্যের ঘাটতিতে রয়েছে। তিন বাহিনীতে মিলিয়ে মোট ঘাটতি প্রায় ১.৪ লাখ। ২০১৮ সালের সংসদীয় পর্যালোচনায় প্রতিরক্ষা বাজেট ও আধুনিকীকরণকে অপর্যাপ্ত বলা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রকৃত পরিবর্তন এখনও হয়নি। তাঁদের মতে, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির দেশীয়করণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার গতিশীলতা অত্যন্ত জরুরি।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০–২৪ সালে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ ছিল ভারত, যা বৈশ্বিক আমদানির ৮.৩ শতাংশ। ফ্রান্স, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় বাড়লেও রাশিয়া এখনও প্রধান সরবরাহকারী। অন্যদিকে পাকিস্তানের ৬০ শতাংশেরও বেশি সামরিক সরঞ্জাম আসে চীন থেকে। তবে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সেনাকে নবসাজে সাজাতে অনেক দিন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনার ছাড়পত্র মঞ্জুর করেছে। নতুন নতুন সরঞ্জাম নির্মানে কাজে লাগানো হচ্ছে ইসরোকে। একথা ঠিক বাংলাদেশ ও নেপালের অস্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে ইস্টার্ন কমান্ডকে। বাংলাদেশ যদি ভারতকে চাপে রাখতে আমেরিকা, চিন, তুরস্ক, পাকিস্তান সহ ভারত বিরোধী শক্তির কাছে নিজেদের দেশকে তুলে দেয় তাহলে তা ভারতের জন্য নিশ্চয়ই উদ্বেগের। সবটাই আসলে ভারতের অগ্রগতিকে আটকাবার কৌশল। ভারত সরকার এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই এখন দেখার।

মোদির জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদির ৭৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনও। ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশাল একটি কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ওই দিন বিষ্ণুপুরের মৌদিহাট যুবক সংঘের মাঠে নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হল মহাসমারোহে। বিজয়ী হয় বিষ্ণুপুর শ্যামাপ্রসাদ এবং রানার্স হয় বজবজ এফসি।

আশ্বিনের শারদ প্রাতে স্বস্তি জিএসটির সাথে

প্রথম পাতার পর

মালদার আমের তৈরি জিনিসের মিষ্টতার সাথে সাথে দামের মিষ্টতাও আস্বাদন করতে পারবে বাঙালি। পাটের তৈরি ব্যাগের বেশি দামের কারণে প্লাস্টিকের রমরমা ছিল। এখন কিছুটা হলেও প্লাস্টিকের ব্যবহার কমবে বলে আশা। কারণ পাটের জিনিসের দামও কমতে চলেছে। উপরে উল্লিখিত সবগুলি সামগ্রী ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশের স্তরে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

১৮% থেকে ৫% হয়েছে দার্জিলিংয়ের চা। পশ্চিমবঙ্গের এই সকল জিআই অন্তর্ভুক্ত জিনিসের দাম কমার কারণে প্রান্তিক শিল্পীদের বিকাশ ঘটবে বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এর সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেরও বিস্তার ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গের এই অপূর্ব শিল্প ও সৃষ্টিগুলি আরও বেশি করে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছবে বলে মনে করে অর্থমন্ত্রক।

এছাড়াও দাম কমতে চলেছে বৈদ্যুতিক জিনিসের, পড়াশুনা সংক্রান্ত সরঞ্জামের, স্বাস্থ্য এবং ওষুধের। সস্তা হয়ে যাচ্ছে বাড়ি বানানো। কৃষি ক্ষেত্রে কমছে জিএসটি। নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারের জিএসটি অনেকটাই কমছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শূন্য করে দেওয়া হয়েছে করের হার। যার মধ্যে রয়েছে পনির, ছানা সহ অন্যান্য দুগ্ধজাত সামগ্রী। অর্থমন্ত্রী পুজোর মরশুমে বেশি করে রসগোল্লা ও মিষ্টি মুখ করতে বলেন।

মার্চেন্টস' চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত "ভারতের অগ্রগতির তৃতীয় বৃহত অর্থনৈতিক বিশ্বে" শীর্ষক এক বিশেষ অধিবেশনে ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ভি. আনন্দ নাগেশ্বরন বলেন, ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮%। ভারতের মাথাপিছু আয় ২,৬০০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে এবং আয়ের বল্টন আশাব্যঞ্জক, যার ৬০% আসে ভোগব্যয়ের মাধ্যমে। কৃষি খাতের মূল্য সংযোজনের অবদান আরও বাড়বে। শিল্প খাতও ভালো করছে, যা পিএম আই, বিদ্যুৎ ব্যবহার ইত্যাদি সূচক থেকে স্পষ্ট। তবে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান স্থিতিশীলভাবে ১৮% হলেও এর বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। তিনি যোগ করেন যে মূল্য সূচকের কারণে কেবলমাত্র জিভিএ–তে উৎপাদনের ভাগ কমেছে। তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ চাহিদা দৃঢ় রয়েছে এবং সূচকগুলো গত বছরের তুলনায় ভালো করছে। শহুরে চাহিদাও গতি পাচ্ছে, যদিও কিছু দুর্বলতার ক্ষেত্র রয়ে গেছে।বর্তমান শুল্ক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ৫০% শুল্ক অপ্রত্যাশিত ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত মত অনুযায়ী, এই শাস্তিমূলক শুল্ক ৩০ নভেম্বরের পর আর বহাল থাকবে না এবং প্রতিশোধমূলক শুল্কও এর পর সমাধান হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ভারত একটি বন্ধ অর্থনীতি নয় এবং বর্তমানে ভারতের রপ্তানি ৮৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। আমদানি–রপ্তানি মিলিয়ে জিডিপির ৪৮%–৫০% অবদান রয়েছে। তবে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ হওয়ায় ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কঠিন হতে পারে। এফডিআই পরিস্থিতি ভালো এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এটি ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যা পুরো অর্থবছরে ১০০ বিলিয়নে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে চলতি হিসাব ঘাটতি আরামদায়ক স্তরে রয়েছে। সরকারি মূলধনী ব্যয়ের উপর জোর অব্যাহত রয়েছে এবং বেসরকারি খাতের মূলধনী ব্যয় দ্বিগুণ হয়েছে। 'উৎপাদন নেই তো জাতি নেই'– এ কথায় জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার উপর নির্ভর করে উৎপাদন খাতের জিডিপিতে অবদান বাড়াতে হবে।' চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বেসরকারি খাতকে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে হবে, যাতে চীনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমে। তিনি সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতার আহ্বান জানান। ভারত ঋণের সদ্ব্যবহার করতে চীনের থেকে বেশি দক্ষ হয়েছে এবং চীন বর্তমানে ঋণ–ভার সমস্যায় ভুগছে। সবশেষে তিনি বলেন, আর্থিক শৃঙ্খলার কারণে সরকার ১০ বছরের সরকারি বন্ডের আয় ৯% থেকে কমিয়ে ৬.৫%–এ নামাতে সক্ষম হয়েছে।'

স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির ভদ্রেশ্বর ধিতারা নিবেদিতার উদ্যোগে রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন কলকাতা ময়দানে প্রাক্তন বি এন আর দলের ফুটবলার ত্রিদিব ভট্টাচার্য। ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ কল্যাণ ঘোষ বলেন, বর্তমান সময়ে রক্তের দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন হাসপাতালে ব্লাড থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ও মুমূর্ষ রোগীদের জীবন রক্তের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের কথা চিন্তা করেই এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের রক্ত করতে আসেন শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতাল থেকে। এতে মোট রক্তদাতা ৫১ জন। ৪৬ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা। প্রত্যেক রক্তদাতাদের টিফিনসহ দেওয়া হয়। এদিন এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সীতারাম ঘোষ,সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এ বছর ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ চলছে।

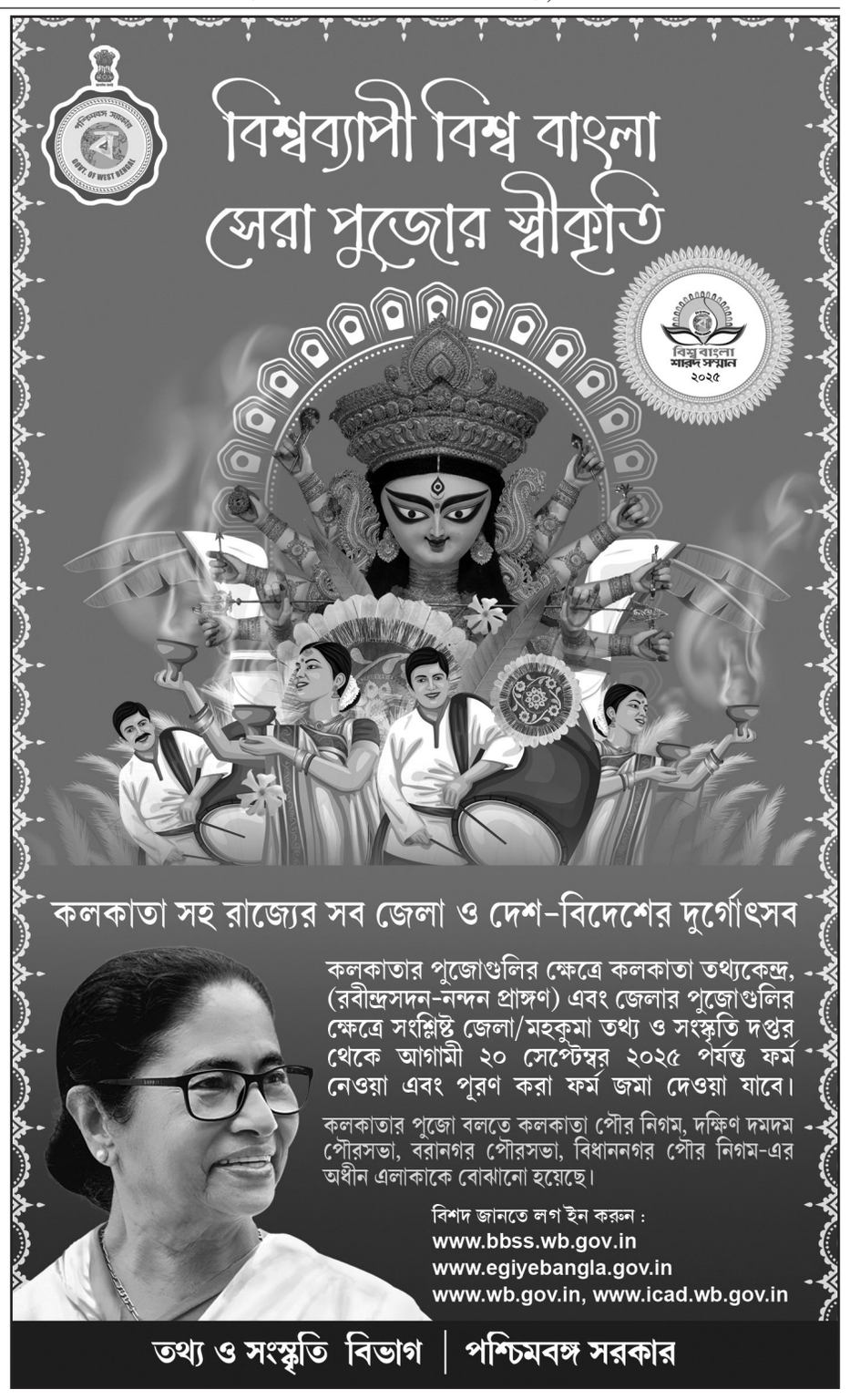

ফুটপাথ ও ভাঙা পোল সারানোর দাবি

বরুণ মণ্ডল

শারদোৎসবের পূর্বে উত্তর কলকাতার ৩টি ব্যস্ত সেতুর ফুটপাথ চলাচলযোগ্য রাখতে কলকাতা পৌরসংস্থার অধিবেশনেই দাবি উঠল শাসক দলেরই কণ্ঠে। দুর্গা পুজোর দিনগুলিতে উত্তর কলকাতার টালা, বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, হাতিবাগানে অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড় করেন। দর্শনার্থীরা মেট্রোরেল, লোকাল ট্রেন ও বাসে করে এসে অধিকাংশ দর্শনার্থী টালা ব্রিজ, অরবিন্দ সেতু, আর. জি. কর হাসপাতাল লাগোয়া সেতুর ফুটপাথ ধরে যাতায়াত করেন। এই তিন সেতুর ফুটপাথ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বিভিন্ন জায়গা এতোটাই খানাখন্দভরা যা চলাচলের অযোগ্য। নজরদারির অভাবে টালা ব্রিজের ফুটপাথের স্ল্যাব অনেক জায়গাতে সরে গিয়েছে। উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি পৌর অধিবেশনে বলেন, 'এই তিন সেতুর ফুটপাথ পুজোর আগে সারাই না করলে উৎসবের মরশুমে মানুষের যাতায়াতে

খুব অসুবিধা হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা দ্রুত ব্যবস্থা নিক।'

প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমি যেহেতু কেএমডিএ-এর চেয়ারম্যান সেহেতু প্রস্তাবটি পাওয়ার পরপরই কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থাকে বলে দিয়েছি। খুব শীঘ্রই এই তিন সেতুর ফুটপাথগুলির মেরামত হয়ে যাবে। আর রাজ্যের পূর্ত দপ্তরকেও বলে দিয়েছি তাদের ফুটপাথের যেখানে যা সারাইয়ের প্রয়োজন আছে। সেগুলির দ্রুত সারাই করে দিতে। আসলে কলকাতা পৌরসংস্থায় যেমন প্রতি ওয়ার্ডে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার(এ.ই.) আছে। কেএমডিএ বা পিডব্লুডিতে তা নেই।

ডা.গঙ্গোপাধ্যায় আরও জানান, শুধু তিন সেতুর ফুটপাথ নয়, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড এবং আর জি কর রোডের ধারে প্রচুর পরিমাণে ভাঙা ডিভাইডার লোহার পোস্ট, ভাঙা পোল জমা হয়ে পড়ে আছে। তাতে বৃষ্টির জল জমছে। পথচারীদের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। চোরেদের উপদ্রব বাড়ছে। মহালয়ার আগেই অতি দ্রুততার সঙ্গে লোহার এইসব সামগ্রী তুলে নেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি আরও জানান, শারদোৎসবের সময় উত্তর কলকাতা রাস্তাগুলি অনেক সঙ্কোচন হয়ে যায়। তাই রাস্তাগুলি সম্প্রসারণ রাখার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের কাজে অনুরোধ জানাই। উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, এগুলি দ্রুততার সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হবে।

বাংলায় বাড়ির নকশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থপতি ইন্দ্রনীল ঘোষের প্রথমবার বাংলা ভাষায় তৈরি করা বাড়ির নকশার অনুমোদন দিল কলকাতা পৌরসংস্থা। কসবার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত প্রেমিসেস নম্বর ১৬/১ই, বোস পুকুর রোড, কলকাতা-৪২ ঠিকানায় নির্মীয়মাণ তিন তলা(উচ্চতা : ৯,৯৭৫ মিটার) আবাসিক বাড়ির জন্য বাড়ির নকশার আবেদন বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। মহানাগরিক ১২ সেপ্টেম্বর বলেন, 'আমরা এই প্রথম বাংলা ভাষায় কোনও বহুতল বাড়ির নকশার অনুমোদন করলাম। তবে যেসব

স্থপতি বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ইংরেজিতে আবেদন করবেন, তাঁরা ইংরেজি ভাষাতেই অনুমোদন পাবেন। আর যাঁরা বাংলায় দেবেন, তাদের বাংলায় নকশা অনুমোদন দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট জমির মালিক সুব্রত কুমার দাস বলেন, 'প্রথম থেকেই আমার নিজস্ব বাড়ির নকশা বাংলা ভাষায় করার ইচ্ছে ছিল। তাই বাড়ির নকশা বাংলা ভাষায় করে, কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তরের অনুমোদনের জন্য জমা দিয়েছিলাম।

গড়িয়া জলপ্রকল্পের সময়সীমা এগোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর-টালিগঞ্জ এলাকায় গভীর নলকূপের ওপরে নির্ভরতা কমিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের সন্নিকটে প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে দৈনিক ১০ মিলিয়ন(এক কোটি) গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জলশোধন প্রকল্প তৈরি করছে কলকাতা পৌরসংস্থা। সম্প্রতি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এই প্রকল্প পরিদর্শনে এসে জানান, 'প্রকল্প শেষের নয়া সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে আগামী ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। ওই মাসেই উদ্বোধনের বিষয়ে আমি আশাবাদী। যাতে আগামী গ্রীষ্ম থেকেই যাদবপুর-টালিগঞ্জবাসী পরিস্রুত পানীয় জল পেয়ে যান এবং গভীর নলকূপের ওপর নির্ভরতা কমে। তাই এ সিদ্ধান্ত।'

নির্মল বাতাস ও নীল আকাশ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নির্মল বাতাস ও নীল আকাশ দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতার পরিবেশ ও ঐতিহ্য সচেতনতার প্রসারে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী টাউন হলে কলকাতা পৌরসংস্থা পরিবেশ ও ঐতিহ্য দপ্তর দ্বারা আয়োজিত একদিনের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কলকাতার ১৬টি বরো থেকে আগত ১৬টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী বক্তব্যে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, গোটা বিশ্বজুড়ে নানাভাবে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সচেতনতার প্রসারের বিষয়টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন মহানাগরিক। কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে পরিবেশ সুরক্ষার যত উদ্যোগই নেওয়া হোক না কেন কলকাতাবাসী এবং সেই সঙ্গে কলকাতায় আগত মানুষজন সচেতন না হলে কলকাতার পরিবেশ সুরক্ষা সম্ভব নয়। বিশ্বে নানান দেশের যুদ্ধের ফলে বহু মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আর যারা বেঁচে থাকেন, তারা সেই ক্ষতির শিকার হন। তিনি আরও বলেন, সবুজায়নের লক্ষ্যে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ও পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবরে বনায়ন সৃজন করা হয়েছে। তবে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে মানুষের সচেতনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আগত কলকাতার ১৬টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকে নিজ বাড়ির সামনের একটি গাছের লালন পালনের দায়দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, স্কুলে যাওয়া-আসার পথে কোনও গাড়ির পিছনের পাইপ থেকে কালো ধোঁয়া বেরতে দেখলে ওই গাড়ির নম্বর রাজ্যের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে জানান বা কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের নজরে আনার আবেদন জানান।

স্কুলের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি কলকাতার বোস ইন্সটিটিউট ডিপার্টমেন্ট অভ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ড. অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী ড. সাথী নন্দী চক্রবর্তী,

পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানী ড. দীপাঞ্জলি মজুমদার সহ কলকাতা পৌরসংস্থা পরিবেশ ও ঐতিহ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, ডিরেক্টর জেনারেল(পরিবেশ ও ঐতিহ্য) পার্থ সারথি সামন্ত সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের একাধিক সাব অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত ছিলেন।

বেহালায় রাস্তার লাইট লাগানো নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আমার ওয়ার্ডে সমস্ত রকম মিলিয়ে কমবেশি ৪ হাজার বাতিস্তম্ভ রয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দপ্তর নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন এজেন্সি এগুলির পরিচর্যা করে। হঠাৎ করে জানতে পারি যে, এই বাতিস্তম্ভগুলির মধ্যে কমবেশি ৩০০ লাইট ফিটিংসের রক্ষণাবেক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে এতো সংখ্যক লাইট ফিটিংসের রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হয়ে যাওয়ায় ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এলইডি'র আলো জ্বলছে-নিভছে বলে অভিযোগ করেছেন কলকাতা পৌরসংস্থার বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, আমার ওয়ার্ডের এই সমস্ত লাইট ফিটিংসের সঠিক ডেটাবেস তৈরি করার বিষয়ে আমি বিগত এক বছরেরও বেশি সময় পূর্বে এ রকমই এক মাসিক পৌর অধিবেশনে প্রস্তাব রেখেছিলাম এবং আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে, আমার এই প্রস্তাব রূপায়ণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এক বছর অতিক্রান্তেও সে সমস্যার সমাধান হয়নি। মহানাগরিকের কাছে জানতে চাই, এই কাজের কী আদৌ কোনও অগ্রগতি হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে এই ডিজিটাল ডেটাবেস কবে প্রকাশিত হবে? এই অভিযোগ শুনে পৌরসংস্থার আলোকায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, 'লাইট ফিটিংসের কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, তা নতুন ফিটিংসে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এটি আলোকায়ন দপ্তরের একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তাছাড়াও কোনও শহরে আলোক সম্বন্ধীয় ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরি এবং তৎসহ এই ডেটাবেসের নিয়মিত আপডেশন অত্যন্ত যুগোপযোগী। এটা একটা স্মার্ট সিটির চিন্তাধারা। ধীরেধীরে এই ডেটাবেসের কাজ প্রবাহিত করার আমরা চেষ্টায় রয়েছি। কলকাতা পৌর এলাকায় কমবেশি তিন লক্ষ ল্যাম্প পোস্ট আছে। সেগুলি সমস্তটা একসঙ্গে না করে ডেটাবেস তৈরি করা সম্ভব নয়।

মেয়র পারিষদ আরও জানান, 'আর আপনার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে যে কমবেশি ৩৫০টি লাইট ফিটিংসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। সেগুলির পার্ট বাই পার্ট করে দেব। তথ্যটা দিলে পৌর আলোকায়ন দপ্তরকে দিলে তা করে দেওয়া হবে। রূপক গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'ওয়ার্ড ওয়াইজ ডিজিটাল ডেটাবেস থাকলে আমার মতো অন্যান্য ওয়ার্ডে এই সমস্যাটা হয় না।'

গাড়ি পার্কিং নিয়ে মেয়রকে নালিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতা পৌর এলাকাবাসীদের সঙ্গে পৌর পরিষেবা নিয়ে আলোচনামূলক 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে কলকাতায় অতিরিক্ত পার্কিং ফি আদায় হচ্ছে বলে মহানাগরিকের কাছে ফোনে অভিযোগ আসে। ওই অনুষ্ঠানে এক কলকাতাবাসী ফোন করে জানান, 'কলকাতার বহু জায়গাতেই বাইকের জন্য ঘণ্টা প্রতি ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত পার্কিং ফি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনও স্লিপও দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি শুনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সংশ্লিষ্ট পার্কিং দপ্তরের আধিকারিকদের পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। এবং সেই সঙ্গে তিনি কলকাতা পৌরসংস্থার অতিরিক্ত পৌর মহাধ্যক্ষ সৌম্য ভট্টাচার্যকে পার্কিং নিয়ে অভিযোগ জানাতে একটি অ্যাপ তৈরি করতে বলেন। এ বিষয়ে মহানাগরিক জানান,'ফি জানিয়ে বোর্ড লাগানো এবং অভিযোগ জানাতে একটি অ্যাপ তৈরি করতে বলা হয়েছে। কলকাতায় পার্কিং মাফিয়াদের থাকতে দেব না। একই সঙ্গে মহানাগরিক আফশোস করে জানান, 'পার্কিংয়ে বেআইনিভাবে শহরবাসীর থেকে প্রচুর টাকা তোলা হচ্ছে। কেউ অভিযোগ করলে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে, এই খাতে প্রচুর রাজস্ব আদায়ের সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে।'

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত, পার্কিং ফি-এর পরিকাঠামো পুনর্বিন্যাস করে নতুন করে চালু করা গেলে এই সমস্যার সমাধান করা যেত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্কিং ফি'র ক্ষেত্রে প্রায় ১৫ বছরের পুরনো পরিকাঠামো চলছে। এক্ষেত্রে পার্কিং ফি বাড়ানো গেলে এবং গোটা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়িয়ে কড়াকড়ি শুরু করলে এই ধরনের অভিযোগ অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ। তবে রাজ্যের শাসক দলের রাজনৈতিক চাপের উর্ধ্বে উঠে কলকাতা পৌরসংস্থাকে একাজ করতে হবে।

কেএমসিতে ১৩,৬৫৩টি পদ খালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থায় বর্তমানে স্থায়ী শূন্যপদ কত? এই শূন্যপদ নিয়ে রাজ্য সরকার বা কলকাতা পৌরসংস্থার ভূমিকা কী? মধ্য কলকাতার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে পৌরসংস্থার পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় জানান, বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৪৬,৪১৮টি। ভ্যাকেন্ট পোস্ট ৩১,৯০০টি। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিধানযোগ্য পদের সংখ্যা কেবলমাত্র ২২,৬২৪টি সংখ্যক পদে সরাসরি নিয়োগ সম্ভব। কারণ বাকি পদগুলি কেবলমাত্র পদোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়। তবে খালি পদের মধ্যে এমন অনেক পদ আছে, যেগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আর নেই। যেমন : ভিস্তি, টপব্যাগ, টলিব্যাগ, মাস্টার ইত্যাদি। এই পদগুলি ফাঁকা থাকলেও সেগুলি পূরণ করা অপ্রাসঙ্গিক। এই মুহূর্তে ২২,৬২৬টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ১৩,৬৫৩টি পদ। বর্তমানে ২০১৮ সালের সরকারি নিয়ম মোতাবেক যেকোনও সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। অনুমোদনের পর পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এই নিয়ম মোতাবেক এই মুহূর্তে কলকাতা পৌরসংস্থা নিজ ৭,২৯৫টি পদে কর্মী নিয়োগর জন্য নবান্নে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এছাড়াও ৮৬৪ পদের নিয়োজন রাজ্য সরকারের অনুমোদান্তে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। যার নিয়োগ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রহণ হয়েছে। বাকি যেসমস্ত প্রয়োজনীয় পদ শূন্য রয়েছে, সেসমস্ত পদ নিয়োগের অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলেছে। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে কালের প্রয়োজনে পৌরসংস্থার অনেক পদ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। আবার নতুন নতুন বিভাগের ফলে নতুন নতুন পদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী সংখ্যার সুসামঞ্জস্য বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৌর মহাধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি 'ম্যান পাওয়ার রেগুলেশন' কমিটি গঠিত হয়েছে বলে পার্সোনাল দপ্তরের মেয়র পারিষদ জানান।

নির্দল কাউন্সিলরের কংগ্রেসে যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার গার্ডেনরিচের বরো ১৫-র নাদিয়াল এলাকার ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল পৌরপ্রতিনিধি পূর্বাশা নস্কর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন। একথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। এবং তার কংগ্রেস দলে যোগদানের বিষয়টি তিনি নিয়মমাফিক কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে নিজস্ব লেটার হেডে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে বলে পূর্বাশা নস্কর জানিয়েছেন। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অষ্টম (কেএমএ ১৯৮০) কলকাতা পৌরসংস্থার নির্বাচনে পূর্বাশা নস্কর নির্দল প্রার্থী হয়ে ৫০৯ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করেন।

এদিকে পূর্বাশা জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ায় মধ্য কলকাতার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠকের সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থায় কংগ্রেস দলের পৌরপ্রতিনিধি হলেন দুজন। বামফ্রন্টেরও দুজন পৌরপ্রতিনিধি। ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই দলের পৌরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেব ও ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) দলের পৌরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়। আর বিজেপি দলের আছেন তিন জন পৌরপ্রতিনিধি। কলকাতার বড়োবাজার এলাকার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মীনাদেবী পুরোহিত, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা ও মধ্য কলকাতা ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ। কলকাতা পৌরসংস্থায় একমুহূর্তে মোট ৭ জন পৌরপ্রতিনিধি বিরোধী দলের আসনে আছেন। উল্লেখ্য, পূর্বাশা নস্করের মতো কলকাতায় আরও দুজন নির্দলের পৌরপ্রতিনিধি রয়েছেন। মধ্য কলকাতার ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দলের পৌরপ্রতিনিধি আয়েশা কানিজ ও গার্ডেনরিচ মেটিয়াব্রুজের ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল পৌরপ্রতিনিধি রুবিনা নাজ। যদিও পুরনো দিনের পৌরপ্রতিনিধি রুবিনা নাজ ২০২৪ সালে জানুয়ারি মাসে তার আগের রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেসে দলে যোগ দিয়েছেন।

বার্তা

সাজাবো যতনে : শারদ সুন্দরী দশভূজার অঙ্গ সজ্জা নির্মানে মগ্ন শিল্পীরা।

দুর্ভোগ: কলকাতার দমদম-খড়দহ-ব্যারাকপুর সংযোগকারী বি. টি. রোডের সর্বত্র জঞ্জালে ভরে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার দুধারে জল জমে যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। জলযন্ত্রনায় নাজেহাল সোদপুর-খড়দহবাসী। **ছবি : প্রীতম দাস**

শব্দ সঞ্চার : কিছুদিন পরই পুজো, সপ্তাহ জুড়ে পাড়ায় পাড়ায় চলবে স্তোত্র পাঠ, ঢাক, পুষ্পাঞ্জলি, কাল জয়ী সব গান। **ছবি : অভিজিৎ কর**

হিজলি দিবস: ৯৪ বছর আগে ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী শিবিরে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশে আক্রমণ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। রবি ঠাকুরের কণ্ঠে ঝরে পড়েছিল কবিতা 'প্রশ্ন'। সুভাষচন্দ্র দিয়েছিলেন শহীদদের প্রতি আন্দোলনের নেতৃত্ব। কলকাতায় তিন জায়গায় অনুষ্ঠান হয়েছে তাঁদের স্মরণে। সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশান, দুপুরে বাবুবাগান, বিকেলে উত্তর কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে। এখানে বক্তব্য রাখেন সজল ঘোষ। ঢাকুরিয়ার বাবুবাগানে নির্মীয়মান দুর্গা মন্ডপের সামনে তারকেশ্বর সেনগুপ্তের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পরিমল সেনগুপ্ত, স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেব, আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ড: জয়ন্ত চৌধুরী ও বিভিন্ন সংস্থা। **ছবি : সুমন সরদার**

যাওয়া আসার পথে পথে

প্রবাদের সন্ধানে

প্রিয়ম গুহ

আচ্ছা সেই প্রবাদটা মনে আছে? হ্যাঁ নেট দুনিয়ায় একটি সিনেমার দৌলতে সবার মুখে মুখে ঘুরতে থাকে, পুজো আসলে যেন আরো বেশি করে নষ্টালজিয়ায় নিয়ে যায় প্রবাদটা। সেই প্রবাদ থেকেই লুকিয়ে থাকা ধাঁধার 'ক্লু' পাওয়া গিয়েছিল, ঠিক ধরেছেন। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ি নিয়ে প্রবাদটির কথাই বলছি, মা দুর্গা মর্তে এসে গয়না পড়েন জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়িতে, খাবার খান অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে আর রাত জেগে নাচ দেখেন শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। এখান থেকে জমিদারদের ঠাঁটবাট ধারণা করা যায়, যা দুর্গাপূজার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে। দুর্গা পুজো আসলেই এইসব বনেদি বাড়িগুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, এখনো ট্রাস্টের মাধ্যমে দুর্গাপুজো তারা করে চলেছে একইভাবে।

তবে প্রবাদ অনুযায়ী খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছলাম

জোঁড়াসাকোর দাঁ বাড়ি, শোভাবাজারীর রাজবাড়িও সকলের কাছে বেশ পরিচিত কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি। অভয়চরণ মিত্রের নামে রাস্তা আছে বটে কিন্তু তার বাড়িটির সন্ধান এলাকার কেউই দিতে পারল না। অনেকেই বললেন তারা অভভচরণে মিত্র ট্রিটে থাকেন বটে কিন্তু তার বাড়ি আজ অব্দি খুঁজে পায়নি। উইকিপিডিয়া তো আরেক কাহিনী তুলে ধরছে, অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে নাকি কোন এক চার্চে পরিণত হয়েছে বা ওই বাড়ির জায়গাতেই হয়তো কোন চার্চ গড়ে উঠেছে। তাই মিত্তির বাড়ি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অনেক মিত্র বাড়ি থাকলেও অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি নেই। তবে প্রবাদটি এখনো আছে।

প্রবাদের খোঁজে অভয়চরণ মিত্র নামাঙ্কিত রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে বিখ্যাত ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের বাড়ি ফেলে কুমোরটুলির অলিগলি ভেদ করে পৌঁছলাম গোসাইপাড়ায়। উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ির নিদর্শন বিখ্যাত সেই রকগুলি কতো স্মৃতি বহন করে চলেছে। এমনই এক রকে ৩ জন বয়স্ক মানুষকে দেখতে পেয়ে দাঁড়ালাম। অভয়চরণ মিত্রের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করতেই তারা মাথা নেড়ে বলল তাদের জানা নেই। তাঁর বর্তমান পরিবার কারা সেটাও কারও জানা নেই। কয়েকজন মিত্রের নাম বললেন তারা হয়তো তাদের মধ্যেই কেউ হবে। তবে তাদের বাড়িতে এখন আর পুজো হয় না। প্রবাদের কথা তারা জানেন কিন্তু বাড়ির খোঁজ তারাও করেছেন, তবে পাওয়া যায়নি। কথা বলতে বলতে চোখ পরল বাড়ির বাইরের দেওয়ালে ঝুলছে একটি বহু পুরনো সেলাই কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো। জিজ্ঞাসা করলাম এটা বাইরে কেন? তারা বললেন, 'এটা কেউ ফেলে দিয়েছিল, রাস্তার ধারে পড়েছিল, এলাকারই একজন তুলে ওখানে টাঙিয়ে দিয়েছে। সেই থেকেই ওখানে ঝুলছে।' বুঝলাম শিল্পের স্থান হয়েছে শিল্পীও সম্মানিত। আসলে পুরনো জিনিসকে পরিত্যাগ করা আমাদের অভ্যাস হলেও তাকে যথাযথ সম্মান দেওয়ার লোকও এই সমাজে রয়েছে।

কথা বলতে বলতে জানা গেল ওই পাড়ার একটু দূরেই রয়েছে পুতুল বাড়ি বা নট্ট কোম্পানির মালিকের বাড়ি। অনেকেই নাকি সেটাকে ভুতুড়ে বাড়ি বলে আখ্যা দিয়েছে। এরপর রাস্তা জিজ্ঞেস করে, উত্তর কলকাতার পুরনো পেল্লাই বাড়ি চিরে সরু গলি ভেদ করে পৌঁছলাম পুতুল বাড়ির সামনে। দরজায় বড় বড় করে লেখা প্রবেশ নিষেধ। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করেও সাড়া মিলল না কারও। পাড়ার একজন বাজার করে ফিরছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'ওদের তো বড় জ্বালা, বাড়িতে টিকতেই দিত না। এই নিয়ে থানা পুলিশও হয়েছে বহুবার।' প্রশ্ন করলাম কারা দেয় না? উত্তরে উনি বললেন, 'এইসব ছেলে মেয়ের দল।' বললাম, মানে! আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন কয়েকজনের দিকে। আসলে তারা ছবি তুলতে এসেছে। ওই বাড়িটি হচ্ছে ছবি তোলার ব্যাকগ্রাউন্ড। বুঝলাম এরা যখন তখন বাড়িতে ঢুকে পড়ে ছবি তুলতে শুরু করে আর বিড়ম্বনায় পড়ে বাড়ির বর্তমান মালিকেরা। সত্যি বিড়ম্বনারাই বটে। আসলে বোঝা গেল পুরোনো কে আমরা যতই তাচ্ছিল্য করি না কেন এই পুরনোই আমাদের নতুন কিছু করার উৎসাহ দেয়। উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ি আর অলিতে গলিতে রিলস্ ভিডিওয়ের শুটিং তার প্রমাণ।

হেরিটেজ ওয়াকও চলছে, উত্তর কলকাতার এইসব গলিতে সেসবই চোখে পড়ল আমাদের। এইসব নতুন প্রজন্মের উন্মাদনায় যারা সত্যি কারের ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করছে তারাও বঞ্চিত হচ্ছে। এইসব বাড়ির মালিকেরা পড়ুয়াদেরও তাই ভয় পাচ্ছে। যত বেলা বাড়ছে তত পাঞ্জাবি-শাড়ি পরা জেন-জি-দের ভিড় বাড়তে থাকছে। আবার রাস্তার ধারেই মুখ পরিষ্কার করে চলছে মেকআপ। এই দেখে আমরাও বাড়িতে ঢোকার আর সাহস পেলাম না। কে জানি হয়তো বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে গারদ বাস হয়ে যেতে পারে। মানে মানে বেরিয়ে পড়লাম কুমোরটুলির গলিতে ঠাকুর তৈরি হওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে। সেখানেও দেখলাম পোটোদের বিড়ম্বনা, ছবি তোলার ঠেলায়। মাঝে মাঝেই বেঁধে যাচ্ছে গণ্ডগোল। কিন্তু ছবি তোলা নাচানাচি কিছুতেই থামছে না। কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের ক্রিয়েটিভিটিতে নাজেহাল মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি না খুঁজে পাওয়ার দুঃখ নিয়েই ফিরতে হল আমাদের। মনে হতে লাগল উত্তর কলকাতার কুমোরটুলির অলিতে গলিতে কোন একখানে এই মিত্তির বাড়িতেই মা আসতেন খাওয়ার জন্য। আচ্ছা, মা কি এখনো মিত্তির বাড়িতে খেতে আসেন?

অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি খোঁজ পেলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন।

ছবি: প্রীতম দাস

স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজোর প্রচলন কোলে বাড়িতে

মলয় সুর : চন্দননগরের যে কটি প্রাচীন পারিবারিক পুজো এখনো ঐতিহ্য বহন করা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুলের পাশে যুগীপাড়া হরেরপুকুরের ধারের কোলে বাড়ির পুজো। এই বাড়ির অন্যতম বর্ষিয়ান সদস্য আইনজীবী অজয় কোলে জানান, আমাদের এই পুজো ৯০ বছরের বেশি পুরনো। একদিন রাতে দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্বর্গীয় পিতা নীলমণি কোলে পুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এখন সেখানে সারা বছরই নিত্য সেবার ব্যবস্থা থাকে। এখানে পঞ্জিকা মেনে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে দেবীর পূজা হয়। বংশানুক্রমে প্রতিমা তৈরি করেন মহাদেব পাল। সীতারাম ওঙ্কারনাথ গুরুদেবের শীর্ষ পরিবারের সকলে। তাই পুজো শুরুর আগেই হরিনাম সংকীর্তন উচ্চারণ করে পুজোর পাঠ চলে। প্রাচীন রীতি মেনেন প্রতিপদ থেকে বাড়িতে নিরামিষ খাওয়া দাওয়া হয়। এক চালচিত্র প্রতিমা। অসুরের রং সবুজ, ডানদিকে গণেশের রং গোলাপি, বাঁদিকে কার্তিক সাদা রঙের এবং লক্ষ্মী আর ডানদিকে সরস্বতী রয়েছে। প্রতিবছরই রথের দিন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে পুজো শুরু হয়। ওইদিন অতিথিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। সপ্তমীর দিন ভোরবেলায় কলাবউ স্নান করাতে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে ঘট নিয়ে গঙ্গায় যান। সঙ্গে নারায়ণ শিলা থাকে। বাড়ির একমাত্র পুত্র অনমিত্র বলে বলেন, পুজোয় দেবীকে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত অন্ন ভোগ উৎসর্গ করা হয়। প্রথম দিন ৬ রকমের ভাজা ও ৬ রকমের মিষ্টি দেওয়া হয়। সপ্তমীতে ৭ রকমের ভাজা ও একই মিষ্টি। নবমীতে ৯ রকমের ভাজা ও ৯ রকমের মিষ্টি। দশমীর দিন দুপুরে পান্তা ভাত, পোস্ত–এর বড়া, ৫ রকমের ভাজা, চালতার টক দেওয়া হয়। অজয়বাবু পুজোর আগে বিভিন্ন সতীপীঠ যেমন তারাপীঠ, কঙ্কালীতলা, দক্ষিণেশ্বর, রাজবল্লভী মাতা, কিরিটেশ্বরী, মহানাদ ঘুরে সেখানকার মাটি নিয়ে আসা হয়। নবমীর দিন দুপুরে অতিথি অভ্যাগত ও পাড়াপড়শিদের পদ্ম পাতায় খিচুড়ি ভোগ, আলুর দম, বেগুনি, চাটনি, পাঁপড় , বোঁদে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়। অষ্টমীর দিন কুমারী পূজাও হয়। দশমীর সন্ধ্যায় সিঁদুর খেলার পর কাছারী ঘাটে বিসর্জন হয়। আবার আগামী বছরের জন্য পরিবারের সকলের প্রতীক্ষায় থাকে।

বয়সকে তুড়ি মেরে ছুরি–কাঁচির পাশাপাশি কলমও চালাচ্ছেন ডাঃ গোবিন্দরাম মান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাঃ গোবিন্দরাম মান্না।বয়স সাতাশি।রাজ্যের প্রথম সারির শল্য চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম ডাঃ মান্নার কাছে বয়স একটা সংখ্যা মাত্র।এই বয়সেও তিনি দু'হাতে ছুরি–কাঁচি নিয়ে নিখুঁতভাবে নিয়মিত অস্ত্রোপচার করে একের পর এক রোগীর জীবনে নতুনভাবে আশার আলো জাগিয়ে তুলছেন।পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের বাসিন্দা গোবিন্দরাম মান্নাকে ছাপোষা অতি সাধারণ মানুষজন একজন মানবিক সেবাব্রতী সুচিকিৎসক রূপে জানলেও তাঁর আরও একটা পরিচয় আছে।কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কৃতী প্রাক্তনী তথা লন্ডন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ আর সি এস ডিগ্রিধারী ডাঃ গোবিন্দরাম মান্না শল্য চিকিৎসকের পাশাপাশি একজন কবি–সাহিত্যিকও।আপামর কাটোয়াবাসীর অতি আদরের 'মান্নাবাবু' এই বয়সেও ছুরি–কাঁচির পাশাপাশি অবলীলায় সমানে কলম চালিয়ে নব নব সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে রয়েছেন।কবিতা, কাব্য, গল্পগাঁথার জগতে লেখনী হাতে তাঁর ক্লান্তিহীন বিচরণ দেখে বিস্মিত সাহিত্য অনুরাগীরা।ডাঃ গোবিন্দরাম মান্নার লেখা 'সূর্যের কাঠগড়া', 'ফিনিক্সের ডানা', 'চেরাই ঘর', 'ফুলঝুরি', 'আমার দাদা', 'মা মাটি মাটিয়া' গ্রন্থগুলি ইতিমধ্যেই পাঠকমহল তথা সাহিত্যপ্রেমীদের নজর কেড়ে নিয়েছে।এছাড়াও সাম্প্রতিককালে তাঁর সর্বশেষ রচনা 'নীলাচলের কাব্য' গ্রন্থটি কাটোয়া বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে।একজন মানবিক তথা জনদরদী চিকিৎসক রূপে ক্লান্তিহীনভাবে দায়িত্ব পালনে নজির সৃষ্টি করায় ডাঃ মান্নাকে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়েছে।পাশাপাশি সাহিত্য জগতে অসাধারণ অবদানের জন্যেও কাটোয়া বইমেলা অছি পরিষদ সহ অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সবিশেষ সম্মান প্রদান করেছে।এককথায়, সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষগুলির বড়োআদরের 'মান্নাবাবু' কাটোয়া তথা এতদঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপেও বিরাজমান।গোবিন্দরাম মান্না ১৯৩৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অধীনস্ত চিত্রা গ্রামে সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।ছাত্রাবস্থা থেকে বরাবরই মেধাবী রূপে পরিচয় দিয়েছেন তিনি।১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ চলাকালীন তিনি মেধাভিত্তিক দু'টি বৃত্তি সহ দু'টি পদক লাভ করেছিলেন।পরবর্তীতে দিল্লিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনাকালীন তিনি সরকারি বৃত্তি পেয়েছিলেন।একসময় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে শল্যচিকিৎসক রূপে যোগদান করেন এবং অচিরেই একজন দরদী সুচিকিৎসক রূপে ধীরে ধীরে এখানকার বাসিন্দাদের কাছে প্রিয় মানুষ হয়ে উঠতে থাকেন।বর্তমানে তিনি সস্ত্রীক কাটোয়া শহরেরই স্থায়ী বাসিন্দা।শনিবার চেম্বারে রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারবাবু তাঁর সাহিত্যচর্চা সহ ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু কথা বলছিলেন।সেইসময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখনও অল্পস্বল্প লেখালেখি করি।তবে, বেশ কিছু শারীরিক সমস্যার কারণে একটু অসুবিধার মধ্যেও আছি।নিয়মতি অনেক ওষুধ খেতে হচ্ছে।আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও বিস্তর কড়াকড়ি।সব নিয়ে এভাবেই চলছে।

কবিতা

পড়ন্ত বেলার ফিয়াঁসে
শিপ্রা আঢ্য ব্যানার্জী

পেয়েছি তোমায় পড়ন্ত বেলায়
তুমি যে ভোরের ফুল
কেমন করে সাজাবো এ মেহফিল.......
আবহমান ধরে ছুটে চলা
মরীচিকার পিছে,
গল্পগুলো সত্যি হয়ে ওঠে
কাল্পনিক চরিত্রের কাছে.....
বিহ্বল নয়নে খুঁজে ফেরা
ব্যর্থ প্রেমের খোঁজে,
নীরব কান্না আছড়ে পড়ে
দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে–
কেমন করে সাজাবো এ মেহফিল.......
জীবনের সুখের লাগি
সাজানো সব স্বপ্নগুলো,
ভোরের আলো ফোটার আগেই
হঠাৎ সব এলোমেলো–
কেমন করে সাজাবো এ মেহফিল......
হলো না সুখের সাগরে
জীবনের স্রোতে ভাসা,
কামিনী ফুলের গন্ধে মাতানো
সবই ধোঁয়াশা.......
ভেবেছিলাম, হয়তো
সবই হবে সুন্দর
জীবনের প্রান্তিকে......
কিন্তু সময় যে বিমুখ–
কেমনে সাজাবো এ মেহফিল......

(বিজয়গড়, কলকাতা)

অপেক্ষা
ভীম ঘোষ

ভেসে এসেছো অনন্তের ঠিকানায়
নিপাত হচ্ছো অশুদ্ধ উচ্চারিত শব্দে
সংবাদ ভেসে আসছে বাতাসে
চরণে লাগছে ধুলো, রকমারি রঙে।
আমি ছন্দময় কবিতায় মগ্ন থাকছি
আর তুমি অশান্তির প্রলাপে
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছো কবে
অপেক্ষা করতে পারলেনা
এক ইঞ্চি গভীরতা মাপার সময়টুকু
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

অস্ত নদী
নির্মল কুমার প্রধান

যে নদীটা সারাটা দিন নীল
ওঠাতো ঢেউ, করতো যে ঝিলমিল
সে নদীটার বুকটা জুড়ে লাল,
নীলের ফোঁটা নাই পড়ে এক তিল।
উড়ো মেঘের হাজারো রঙ ছবি
জমাট বাঁধে–কে জানে তার মানে?
একটু পরেই ফুস মন্তর সব –
কালো আঁচল এদিক ওদিক টানে।
নদীটা তার গেরুয়া জলধারা
ভাটির স্রোতে পাঠায় যে দূর দেশ
সময় সেও জল–উড়নি গায়ে
দেখতে চলে অববাহিকার শেষ।
একা আমি গোধূলি রঙ মেখে
হারিয়ে যাই সাঁঝ তারকার কাছে
দেখি যে সব স্বপ্ন–আলো–আশা
দূর দিগন্তে জমাট বেঁধে আছে।
(বরদাপুর, পাথর প্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

সুতোর বন্ধনে
অরুণ কুমার মান্না

মেঘ সরে গেলে সূর্য আবার ধরা দেয়
নতুন আলোর পসরা সাজিয়ে,
ফুল বুঝে যায় এই ত ফোটার সময়
দীঘি তার বুকে এঁকে নেয়
পদ্ম–শালুকের নিপুণ আলপনা
একাকী নির্জনে,
আরও সুন্দর হবার এই তো লগন।

রুক্ষ মাটিও সবুজ ফসলে আহ্লাদিত
প্রকৃতি মনে রাখে না মেঘের জটিলতা
জ্যামিতিক হিসেব নিকেশ
শুধু সরল ব্যাস ধরে হাঁটতে জানে
আগামী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকারে।
আমরা কেবল নিজেদের নষ্ট করি
উদ্দেশ্যহীন যাপন চিত্রে,
হিজিবিজি সুতোর বন্ধনে!
(বিনগ্রাম, হুগলী)

উমার বোধন
বিজন চন্দ

আসছে উমা বছর পরে অসুর–দলনী বেশে
ধর্ষক ঘোরে শিক্ষা স্বাস্থেউমার বাপের দেশে
সিংহকে দেখি সারমেয় সেজে পদ লেহনে সারাক্ষণ
মানুষের বিবেক রোবট হয়েছে নাচায় অন্যজন।
মুখের ভাষা অন্যজনের মুখোশেই কথা বলে
লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ তাদেরই পদতলে।
ওই শোনা যায় শঙ্খধ্বনি কাঁসর সাথে ঢাকের বোল
প্রতিশোধের মুঠি শক্ত করে হুঙ্কার তোলে উমার দল
শান্তি চাই স্বস্তি চাই সবাই থাকুক সুখে
যেমন করে থাকেন উমা মা মেনকার বুকে।
(পূর্ব পুটিয়ারী, কোলকাতা–৯৩)

বোধন
রতন নস্কর

শরতের আকাশে আঁচড় কাটছে একদলা মেঘ
মনে হয় বৃষ্টি নামবে।
পাতার আড়ালে পাখীর বিরামহীন ডাক,
জারুল গাছে, বকের ডানায় জড়িয়ে ধরেছে ভয়।
নভোনীলে। তবুও ...
কাজলাদীঘির জলে সবুজ কিশোর পদ্ম তুলছে,
ডিঙি নৌকোটা কুয়াশার আদর মেখে দুলছে,
সময় ডেকে নিয়ে গেছে বাবাকে।
জ্বরে বেঁহুশ মায়ের কাছে এক পেট
খিদে নিয়ে বসে আছে ছোট বোন,
একটু পরে বোধনের বাদ্যি উঠবে বেজে
পদ্ম–বেচার পয়সায় বোনের খাবার
মায়ের ওষুধ, আর নিজের জন্য ....
(সরিষা, দঃ ২৪ পরগণা)

ওরা মৎসজীবি
ভরত বৈদ্য

প্রচণ্ড শীতে কিংবা ঘোর বর্ষা রাতে
মাছ ধরে হাটে যায় প্রথম প্রভাতে।
পুকুর নদী খাল জেলে টানে জাল
সবার বাড়িতে তাই মাছের ঝোল ঝাল
সকালে বিকালে জীবন কাটে জালে
সমাজ থেকে দূরে থাকে ওরা গরীব জেলে
ভীষণ তুফান সাগর নদী বান
প্রাণ ভরে আনন্দে গায় ভাটিয়ালী গান
থাকে মাছে ভাতে, জালবোনে হাতে
নৌকার পালঙ্কে শোয় তারাদের সাথে।
তীর ছেড়ে ওরা যায় গভীর সাগরে
স্বামীর পথ চেয়ে জেলে–বৌ ডাকে ঈশ্বরে॥
(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

তোমার লম্বা ছায়ায়
হজরত আলী

তোমার লম্বা ছায়ায় পথ জুড়ে যায়,
রঙীন প্রজাপতি হিল্লোল তোলে –
তুমি দাগ কাটা শরীরে দাঁড়িয়ে আছো
ও আমার প্রিয় ভরতবর্ষ
পাল্টে গেছে ছবির আকৃতি।
কালশিটে ব্যাথাটা আজও বয়ে যাচ্ছি
পড়ছে ঐক্যের সংলাপ চৈত্যনের গিঁটে
শূণ্য হাওয়া ঘর বাঁধা জীবন।
নীরব আমাদের জাগ্রত বিবেক,
মানচিত্র জুড়ে আত্মঘাতীর কঙ্কাল,
বয়ে নিয়ে যাচ্ছি চলমান সময়কে,
আত্মতুষ্টিতে বুঁদ হয়ে আছি।
ফেলে আসা অতীতকে ভাঙা শরীরে দেখি,
ঘুড়ির সুতো পাক খেতে খেতে
হারিয়ে যায় অনন্ত আকাশের বুকে,
কুঁচকে যায় ইতিহাস।
মায়ার পাখিও সংসার পাতে মহাবিশ্বে,
কান পাতলে শুনতে পাবে –
সেই হারানো চেনা গান।

হে কবি, ঝেড়ে ফেলো কালিমা,
আর উড়িয়ে দাও অহং–এর ঝালর,
জেগে উঠুক আবারও নতুন করে
পরিচিত নবান্নের মহোৎসব।
(কবিপল্লী, বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া)

জিজ্ঞাসা
পার্থসারথী সরকার

দুর্গা তুমি মাতৃরূপেন দুর্গতিহরনী
কেন নারীকে হতে হয় অশ্রু–বর্ষণী
কেন ধুলায় পড়ে নারীর লজ্জা
কেন নির্যাতিত হয় নারীর মজ্জা
দুর্গা তুমি সংস্থিতা, অসুর–বিনাশিনী
কেন নারীর আর্তিতে মর্মর প্রতিধ্বনি
কেন রাবণে খসে নারীর আবরণ
কেন ঝরা কাশের মত নারীর মরণ
দুর্গা তুমি দমনকারিনী সংস্কারিনী
কেন নারীকে নিতে হয় বিভাজন গ্লানি
কেন নারীর শরীর ভিজে যায় রক্তে
কেন রূপান্তরী ক্ষত হয় তির্যক শরের বিষে
দুর্গা তুমি নারী শক্তি, নারীর মুক্তি
তবে কেন নারী পাবে না অসুরবিনাশী শক্তি
দুর্গা তুমি রক্ষাকারিনী, তুমি দিশারী
তবে কেন সুবিচার পাবে না নারী ?
(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

সেই মেয়েটি
ইলা দাস

স্বর্গেই এবার থাক–না মা আসিস না মর্তে তুই
মহিষাসুরের অত্যাচারে কেমন করে চরণ ছুঁই
মর্তে দুর্গা লাঞ্ছিতা হয় ধর্ষিতা বার বার
স্বৈরাচারীর নির্যাতনে হারায় প্রাণ, পায় না বিচার
অষ্ট–প্রহর চোখের জলে ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী
মা'গো তোমার আত্মজাদেরএ কী ভীষণ দুর্গতি।
স্বর্গে এবার থাক–না মা আসিস না মর্তধামে
অভয়া আর তিলোত্তমার ডাকবি কি তুই নতুন নামে।
সেই মেয়েটি আর আছে মা শূন্য এখন এঘর শুধু
আলনাহীন ছোট্ট উঠোন দ্যাখ চেয়ে মা করছে ধূ ধূ
এবার তবে থাক–না মা থাক–না কার্নিভ্যাল
চাই অভয়ার ন্যায্য বিচার সাফ হোক জঞ্জাল॥
(বৈষ্ণবঘাটা–পাটুলি, কলকাতা–৯৪)

আমাদের মেয়ে
শেফালী সরকার

তুই জেনে গিয়েছিস্ অনেক কিছু
তোকে তো মরতেই হোত মেয়ে,
অর্থই অনর্থের মূল, লোভের হাতছানি
থেকে, তোর কথা কে শুনবে?
কোনও ন্যায়–বিচার নেই রে কোথাও
কোণে কোণে দুর্নীতি ভরা
ঘুণ–ধরা সমাজটাকে পাল্টাবি তুই
কে দেবে বল তোর ডাকে সাড়া!
তবুও বলি তুই যীশু না হ'লে
জাগতো কি আজ নাগরিক সমাজ
তোর মৃত্যুই জাগিয়ে দিল বিশ্বটাকে
পরল সবাই প্রতিবাদের সাজ
বলেছিলাম শুনবে না কেউ চুপ চুপ,
শুনলি না তো, একেবারে হ'লি নিশ্চুপ!
কাঁদবো না গর্ব করবো, এই শূণ্য ঘরে একা
যেদিকে তাকাই সব পড়ে আছে
শুধু তোর ঘরটাই ফাঁকা!
(ম্যুর এভিন্যু, কলকাতা–৪০)

আসবে এদিন
অরবিন্দ দাস

বুড়ো হলাম বোঝা এখন সংসারে
শ্রদ্ধা কদর পাইনা কারো পূর্ববৎ
ফলনহীন নীরস বৃক্ষ মূল্যহীন
আমার কথা কেউ মানে না মতামত
সংসারটা দণ্ডায়মান শক্ত ভিত
যার কারণে – ভুলল তার অবদান
চলে যাবার শুভ ক্ষণ গুণছে হায়
অসহ্য আজ ওদের কাছে আমার স্থান।
সবার কাছে বাতিল আমি নিষ্প্রয়োজন
লাভের খাতা শূন্য, হিসেব গেছে চুকে॥

অলস–যাপন
ডঃ মৌমিতা রায় বসু

জানিনা সবার মনেই এমন প্রশ্ন উঠবে কি না...!
জানিনা কথার মাঝেই ধৈর্য বাঁধন টুটবে কি না...!
কিভাবে ভোর হয়ে যায়, কখন মাঠে সন্ধ্যা নামে ?
সময়ের হাতঘড়িটা অলক্ষ্যে কি একটু থামে ?

প্রতিদিন সূর্য ওঠে, রাত্রি নামে চাঁদের আলোয়–
তারাদের স্নিগ্ধ হাসি দেয় মিলিয়ে মন্দ ভালোয় !
নিয়মের শাসন মেনে চলতে থাকে অস্ত–উদয়...
কখনো সূর্য চাঁদের নিয়ম ভাঙার ইচ্ছে কি হয়?

কখনো সময় পেলেই ভাবতে থাকি অলস মনে...;
মন তার অলস–যাপন নিজেই বলে, নিজেই শোনে!
যদি পাই মনের মতো দু'–দশখানি মুগ্ধ শ্রোতা–
তবে বেশ প্রাণের সুখে শোনাই তাদের মনের কথা!

খাঁটুরা হাইস্কুলের গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা, 'গোবরডাঙা খাঁটুরা হাই স্কুলের ১৭০ বছরের পথচলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ প্রকাশিত হল, এই বিদ্যালয়েরই অডিটোরিয়ামে। বইটি উদ্বোধন করেন এই বিদ্যালয়ের দুই প্রবীণ প্রাক্তন ছাত্র অনঙ্গমোহন রায় ও কালীপদ সরকার। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি এবং বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, তথ্য সমৃদ্ধ মূল্যবান এই বইটির সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন গোবরডাঙার বিশিষ্ট শিক্ষক তথা বিজ্ঞান লেখক এবং গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার দীপক কুমার দাঁ। বইটির সংকলন ও সম্পাদক দীপক কুমার দাঁ গোবরডাঙা হাই ইংলিশ স্কুল এবং খাঁটুরা বঙ্গ বিদ্যালয়ের সংযুক্তিকরণ থেকে বর্তমান স্কুলের

গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বঙ্কিম বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে আহ্বায়ক তথা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক মূল্যবান তথ্য বিষয়ে আলোকপাত করেন। পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত বলেন, গোবরডাঙায় অনেক মূল্যবান ইতিহাস আছে। যা আজও অনালোকিত এবং অনালোচিত। যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন এবং এসব নিয়ে লেখালেখি করেন, আমার অনুরোধ তাঁরা আরও লিখুন ও বই প্রকাশ করুন।'

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের** উদ্যোগে

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ • পশ্চিমবঙ্গ সরকার
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০

নাট্যরচনা প্রশিক্ষণ শিবির
(অনাবাসিক)
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ভবন
১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর ২০২৫, প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা

- নাট্যরচনায় আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৫-৪০ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক। উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণপত্র সঙ্গে দিতে হবে।
- নাট্যরচনায় অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আবেদনকারীর লেখা কোনও নাটক বই আকারে বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে বা কোনও নাট্যদলে অভিনীত হয়ে থাকলে তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে।
- নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি তথ্য-সহ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব-এর কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে সাম্প্রতিককালে তোলা পাসপোর্ট মাপের ছবি ও আধার কার্ড, যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর ও মেল আইডি। আবেদন মেল করে পাঠাবেন workshop.pbna@gmail.com এই মেল আইডি-তে ২২/০৯/২০২৫ তারিখের মধ্যে।
- নির্বাচনের জন্য ডাক পাওয়া প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারে হাজির হতে হবে।

সাক্ষাতের দিন - ১০/১০/২০২৫, সময় বেলা ১২টা, স্থান-পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ভবন, ১/১, এ. জে. সি. বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০। আবেদনকারীদের নিজ ব্যয়ে ও ব্যবস্থাপনায় সাক্ষাৎকারে হাজির হতে হবে। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি
যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩-১১৩২

জ্যোতির্ময়ের ১৬ তম বার্ষিক মিলন উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ১৪ সেপ্টেম্বর সিঁথির চয়ন ক্লাবে জ্যোতির্ময়ের উদ্যোগে বিশিষ্ট জনসেবক ও চিকিৎসক ডাক্তার সিদ্ধার্ত ব্যানার্জীর পৌরহিত্বে, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক টুবলু দত্তর পরিচালনায় একনিষ্ঠ সভ্য চন্দন মুখার্জির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ও মৌমিতা মোদকের সঞ্চালনায় ১৬ তম বার্ষিক মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন স্বামী বলিষ্ঠানন্দ মহারাজ। সারোগর্ভ ভাষণ দেন অভিজিৎ বসু, রাজকুমার নিয়োগী, দেবস্মিতা নিয়োগী, রূপক নিয়োগী প্রমুখ। সংস্থার পক্ষ থেকে মোট ৩০ জন দুস্থ মানুষকে দেওয়াল ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সুমা দাস, সারদা প্রিয় সরকার, সিদ্ধান্ত দাস প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন মৌমিতা মোদক, অস্মিত মোদক, সোহাগ দাস প্রমুখ। 'শ্রুতিআলেখ্যর' উপস্থাপনায় আদিত্য নস্করের রচনায় 'স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের প্রভাব' শ্রুতিনাটকটি সকলকে মুগ্ধ করে। পরিবেশন করেন পার্থ মিল, রাহুল রায় চৌধুরী, প্রতিভা মজুমদার, শিল্পী দাস, অর্জমা খাসনবী, অর্ণব চ্যাটার্জি প্রমুখ। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন প্রান্তিক রায় চৌধুরী, চন্দ্রনাথ দাস, স্বপন পালিত, রঞ্জিতবাবু, সুব্রত সরকার, তপন দা, উদয় বসু সহ প্রমুখরা। স্বামীজীর ছবিতে অসংখ্যা সভ্য সভ্যাগণ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান গৃহ এক মিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

আলিপুর বার্তা
শারদীয়া ১৪৩২

আধ্যাত্মিক
ড. সুবোধকুমার চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে

এক্সক্লুসিভ
জাদুশিল্পী পি সি সরকার জুনিয়র,
ড. জয়ন্ত চৌধুরি, জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য,
শেফালী সরকার, সুখেন্দু হীরা, পূর্বাশা মণ্ডল,
সিদ্ধার্থ সিংহ, সোহম বড় পণ্ডা, শ্যামল সাহা,
শৌভিক গাঙ্গুলী, সুকুমার মণ্ডল,প্রণব গুহ,
অরিন্দম আচার্য, কৌশিক রায়চৌধুরী,
দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধ লিখেছেন
দীপককুমার বড় পণ্ডা, উজ্জ্বল সরদার,
অভিমন্যু দাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়,
অসীম কুমার মিত্র, পাঁচুগোপাল মাজী

সিনেমা
ড. শঙ্কর ঘোষ, বিধান সাহা, প্রবীর নন্দী

স্বাস্থ্য
ডা. মানস কুমার সিনহা
ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক

ভ্রমণ
প্রিয়ম গুহ, প্রীতম দাস, অভ্রনাথ পাল, শুভম দে

খেলা
মলয় সুর

কবিতা লিখেছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,স্মৃতি দত্ত,
নির্মল কুমার প্রধান, অশোকা পাঠক,
বিবেকানন্দ নস্কর, ভরত বৈদ্য, ভীম ঘোষ,
সঞ্জয় চক্রবর্তী, গৌর দত্ত পোদ্দার, আরতি দে,
নন্দিতা সিনহা, পার্থসারথি সরকার,
স্বস্তিকা ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য, স্বপন দাস,
ডা. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র কুণ্ডু,
রীতা ঘোষাল, ড. আশোক কুমার ভট্টাচার্য্য,
কানাই লাল সাহু, সুজিত দেবনাথ,
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, অসীম চক্রবর্তী, দত্তা রায়,
সুদীপ কুমার চক্তবর্তী, কল্যাণ রায়চৌধুরী,
কুনাল মালিক, অরুণ কুমার মান্না,
টুবলু দত্ত, অভিনন্দন মাইতি,
উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

কঠিন চ্যালেঞ্জ! এএফসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে শক্তিশালীদের গ্রুপে লাল হলুদের মেয়েরা

সুমনা মণ্ডল: প্রথমবার মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে পৌঁছে ইতিহাস গড়েছে লাল হলুদের মেয়েরা। সামনে আরও কঠিন লড়াই। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত এএফসি হাউসে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ড্র প্রকাশ হয়েছে। যেখানে গ্রুপ বি-তে শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের সামনে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন্স দলও। এই গ্রুপে রয়েছে আয়োজক ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন উহান জিয়াংদা ডব্লিউএফসি (চিন), বাম খাতুন এফসি(ইরান) এবং পিএফসি নাসাফ (উজবেকিস্তান)। ইরানের বাম খাতুন গতবারের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। পাশাপাশি গ্রুপের অপর দল পিএফসি নাসাফ উজবেকিস্তানের মহিলা লিগের ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন। ধারে ভারে তিনটি দলই এগিয়ে ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে। তাই কঠিন লড়াই এখন সুইটি দেবী, সৌম্যা গুগুলথদের সামনে। এডব্লিউসিএল গ্রুপ বি-এর ম্যাচগুলি ১৭ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২৩ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে চিনের উহানে অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি গ্রুপের বিজয়ী, তিনটি গ্রুপ রানার্সআপ এবং দুটি সেরা তৃতীয় স্থান অধিকারী

দল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। গত বছর ভারত সেরা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সাফল্য ধরে রাখতে এ বছর আরও শক্তিশালী মহিলা দল তৈরি করেন লাস-হলুদ কর্তারা। এবার এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন পর্বে। সেখানে প্রথম ম্যাচে নমপেন ক্রাউনের বিরুদ্ধে ১-০ জেতার পর, কিচি এফসি'র বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে গ্রুপ শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্বের টিকিট নিশ্চিত করে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি উইমেনস চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এশিয়ার সেরা ক্লাবগুলো অংশগ্রহণ করে। এই টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গলের অংশগ্রহণ শুধু ক্লাবের জন্য নয়, ভারতের মহিলা ফুটবলের জন্যও এক বিশাল অর্জন। এই প্রতিযোগিতায় খেলতে পারা মানে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং ভারতীয় ফুটবলকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। লাল হলুদের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, 'আমাদের একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক গ্রুপে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই গ্রুপে যে দলগুলি রয়েছে, প্রত্যেকেই উচ্চ মানসম্পন্ন। আমরা পুরোপুরি সচেতন যে, সামনের চ্যালেঞ্জটি সহজ হবে না'।

আতশ কাচে

কলকাতা ম্যারাথন

শীতের কলকাতা মানেই শহরের প্রাণে দৌড়ের উত্তেজনা। ২১ ডিসেম্বর, শহরের বুকে আবারও ছড়িয়ে পড়বে পা ফেলার প্রতিধ্বনি। আসছে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ম্যারাথন। ভারতের অন্যতম বৃহৎ জনঅংশগ্রহণমূলক ক্রীড়া উৎসব, যা এবছর উদযাপন করতে চলেছে তার গৌরবময় দশম বর্ষপূর্তি। তাই আরও বড় আকারে এই ম্যারাথন হবে এবার বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

স্মৃতি শীর্ষে

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা আইসিসির একদিনের ম্যাচের ক্রম তালিকার শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন। ভারতীয় ওপেনার মান্ধানা ইংল্যান্ডের অধিনায়ক নাট সিভার ব্রান্টকে সরিয়ে ১ নম্বর স্থানে পৌঁছেছেন। চলতি বছরের জুন-জুলাই মাসে মন্ধানা শীর্ষে ছিলেন।

বৈশালীর ইতিহাস

ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার বৈশালী রমেশবাবু, উজবেকিস্তানে, মহিলাদের ফিডে দাবা গ্র্যান্ড সুইস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বার জয়লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ২০২৩-এও তিনি এই প্রতিযোগিতায় সেরার শিরোপা পেয়েছিলেন। শেষ রাউন্ডের খেলায় কালো ঘুঁটি নিয়ে ২৪ বছরের বৈশালী প্রাক্তন মহিলা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চীনা গ্র্যান্ডমাস্টার ট্যান ঝোঙ্গির সঙ্গে ড্র করেন। সব মিলিয়ে, প্রতিযোগিতায় ১১টি রাউন্ডের মধ্যে ৮ পয়েন্ট পেয়ে খেতাব জয় করলেন বৈশালী। এর ফলে, তিনি, ২০২৬ এ হতে চলা মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী ফিডে ক্যান্ডিডেটস দাবা প্রতিযোগিতায় নিজের স্থান সুনিশ্চিত করলেন। এর আগে ভারতের কনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখ এই সুযোগ লাভ করেন।

দলবদল শেষ

সিএবির ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের দলবদল শেষ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনে মোট ২৪৯৮ জন ক্রিকেটার এবার দলবদলে সামিল হয়েছেন। গত পয়লা সেপ্টেম্বর দলবল পর্ব শুরু হয়েছিল। শেষ দিনে ১৫১ জন দলবদল করেন।

স্কেটিংয়ে ব্রোঞ্জ

ভারতের আনন্দকুমার ভেলকুমার, স্পিড স্কেটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০০ মিটার প্লাস ডি স্প্রিন্টে দেশের হয়ে প্রথম ব্রোঞ্জ পদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। চীনের চেংদুতে বিশ্ব গেমসের হাজার মিটার স্প্রিন্টে আরো একটি ব্রোঞ্জ জেতার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর এই সাফল্য। সেটিও ছিল ভারতের হয়ে প্রথম পদক।

দলীপ জয়

দক্ষিণাঞ্চলকে ৬ উইকেটে হারিয়ে মধ্যাঞ্চল দলীপ ট্রফি ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে ফাইনাল ম্যাচের পঞ্চম তথা শেষ দিনে ম্যাচ জয়ের জন্য ৬৫ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে মধ্যাঞ্চল ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর দক্ষিণাঞ্চল ১৪৯, ৪২৬। মধ্যাঞ্চল ৫১১ ও ৪ উইকেটে ৬৬। মধ্যাঞ্চলের ইয়াশ রাঠোর ম্যাচের সেরা হয়েছেন। একই দলের সারান্স জৈন টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছেন।

ডেভিস কাপ

ভারত ডেভিস কাপ ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ওয়ান টেনিসে সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ এ পরাজিত করেছে। এই জয়ের ফলে আগামী বছর ওয়ার্ল্ড গ্রুপ কোয়ালিফায়ারসে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো ভারত। সুইজারল্যান্ডের বিয়েলে ভারতের সুমিত নাগাল পুরুষদের সিঙ্গলসের ম্যাচে ৬-১, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে সুইজারল্যান্ডের হেনরি বারনেটকে হারিয়ে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন। এর আগে পুরুষদের সিঙ্গলসের ম্যাচে নাগাল ও দক্ষিণেশ্বর সুরেশ ভারতকে জয় এনে দিয়েছিলেন। ৩২ বছর পর ইউরোপের মাটিতে ইউরোপের কোনো দেশের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপে জয় পেল ভারত। ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভারত শেষ জয় পেয়েছিল।

এবার 'বার্সেলোনা'র নির্বাচনী ময়দানে মেসিকে ঘিরে জোর জল্পনা

দেবাশিস রায় : বিশ্ববন্দিত ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি কি এবার নির্বাচনের খেলাতেও নামতে চলেছেন? তাঁকে ঘিরে এমনই জল্পনায় উত্তাল বিশ্ব ফুটবলের ময়দান সহ ক্রীড়া জগত। স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমের একটি সূত্রেই এমন জল্পনার জন্ম। তাদের প্রতিবেদনে প্রকাশ, আগামী বছরেই 'বার্সেলোনা' ক্লাব পরিচালন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিখ্যাত এই স্প্যানিশ ফুটবল ক্লাবের ঐতিহ্যবাহী নির্বাচনী ময়দানেই লিওনেল মেসিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেতে পারে। তবে, তিনি প্রত্যক্ষ নাকি পরোক্ষভাবে সেই নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে চলেছেন তা অবশ্য নিশ্চিত করা হয়নি। বিশ্ব ফুটবলের প্রবাদপ্রতিম খেলোয়াড় লিওনেল মেসি 'বার্সেলোনা' ক্লাবে সুদীর্ঘ ১৭ বছর যাবৎ খেলেছেন। মেসির দীর্ঘদিনের ফুটবল জার্নি সূত্রে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই এই ক্লাবকে ঘিরে তাঁর যাবতীয় ধ্যানজ্ঞান আবর্তিত। 'বার্সেলোনা' মেসিকে ফুটবল সাম্রাজ্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। এবার সেই ক্লাবের শীর্ষপদের আসনের জন্য ঐতিহ্যমণ্ডিত লড়াইকে ঘিরে লিওনেল মেসির নাম যেভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে তাতে বিশ্বের ক্রীড়ামহল বেশ চমকিত।

'বার্সেলোনা' ক্লাবের বর্তমান সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা। তিনি সভাপতির পদে হ্যাট্রিক করেছেন। ক্লাব পরিচালন কমিটির এই পদের আসন্ন নির্বাচনে তিনি এবারও প্রার্থী হচ্ছেন বলে এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাক রয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে এটা তাঁর চতুর্থবারের লড়াই। যদিও এবারের নির্বাচনে লাপোর্তার লড়াই মসৃণ হবে না বলেই জোর গুঞ্জন। কারণ লাপোর্তার বিরুদ্ধে মেসি লড়াই দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন এমনটাই খবর। আর সেই খবরে চোখ রেখে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে কৌতূহলীরা। এই মুহূর্তে কৌতূহলোদ্দীপক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ক্রীড়ামোদী মহলের একাংশের তো মেসির জয়লাভ নিয়ে আত্মবিশ্বাসই তুঙ্গে। অবশ্য এই আত্মবিশ্বাসের পিছনে যে শুধু আবেগ আছে তা নয়; রয়েছে কিছু অঙ্কমধুর সম্পর্কিত হিসেবনিকেশও। বিভিন্ন কারণে লাপোর্তার সঙ্গে ক্লাবের সাবেক স্টার প্লেয়ার মেসির সম্পর্ক কার্যত তলানিতে। ২০২১ সালে লাপোর্তার জয়লাভের পরপরই মেসিকে 'বার্সেলোনা' ত্যাগ করে 'প্যারিস সেইন্ট জার্মেই' ক্লাবে যোগ দিতে হয়েছিল। সেইসময় 'বার্সেলোমনা'র আর্থিক সঙ্কটের কারণ দেখিয়েই মেসিকে ক্লাবে রাখার চুক্তি সম্পাদন করেনি লাপোর্তা প্রশাসন। এভাবে প্রিয় ক্লাব 'বার্সেলোনা' ত্যাগ করাটা মেসির কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। এমনকি, 'বার্সেলোনা'র আর্থিক সংকটের কারণটা তাঁর কাছে একটা অজুহাত বলে মনে হয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, 'বার্সেলোনা' ক্লাবের আসন্ন নির্বাচনে বিদায়ী সভাপতি লাপোর্তার বিরুদ্ধে মেসির ভূমিকা কী হবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে, ওই পদে কিন্তু ভিক্টর ফন্ট, জোয়ান কামপ্রুবি প্রমুখের নাম ভাসতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে মেসি নিজে প্রার্থী না হয়েও লাপোর্তার বিরুদ্ধে অন্য কোনও প্রার্থীর হয়েও আড়াল থেকে অনুঘটকের ভূমিকায় থাকতে পারেন। তবে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যাই হোক না কেন, আসন্ন নির্বাচনে মেসির এই অংশগ্রহণে সভাপতির ভোট যুদ্ধ লাপোর্তার কাছে মোটেই সুখকর হবে না।

চলছে বিবেকানন্দ কাপ ও নরেন্দ্র কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার ১৩৩ তম বার্ষিকীতে রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর এবং আইএফএর যৌথ উদ্যোগে হল রাজ্য ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ স্বামী বিবেকানন্দ কাপ এর খেলার। বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজরিত বেলুড় মঠের কলেজ মাঠে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী অরূপ রায়, ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা, হাওড়ার জেলা শাসক ডি পি প্রিয়া, হাওড়া সিটি পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠী, বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ মহাপ্রজ্ঞানন্দ মহারাজ, ম্যানেজার জ্ঞানব্রত মহারাজ, কলকাতার তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর কর্তা দেবাশীষ দত্ত, সঞ্জয় বসু, রূপক সাহা, শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত, মহম্মদ কামারউদ্দিন, ইশতিয়াক আহমেদ, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, ড. রানা চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার ও বিধায়ক বিদেশ বসু ও দীপেন্দু বিশ্বাস, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সহ সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, দিলীপ নারায়ণ সাহা, সহ সচিব রাকেশ খাঁ মহম্মদ জামাল সুদেষ্ণা মুখার্জী এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি।

অন্যদিকে ১১ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র কাপের উদ্বোধন হয়। মোট ৪৩টি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয় বিভিন্ন জেলায়। ১৩০০টি ফুটবল টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বিজয়ী দলকে দেওয়া হবে, ৫০,০০০ টাকা। এছাড়া রানার্স পাবে ২৫,০০০ টাকা ও সেমিফাইনালের দুটি দল পাবে ১৫,০০০ টাকা করে মোট ৩০,০০০ টাকা।

ঘরের মাঠে হার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের আহল এফকে-র বিরুদ্ধে হার দিয়ে ২০২৫-২৬ মরশুমের এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ ২-এর গ্রুপ পর্ব শুরু করল আইএসএলের লিগ ও শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষ দিকে ৮৩ মিনিটের মাথায় গোল করে ম্যাচ জিতে নেয় আহল এফকে। পরিবর্ত ফরোয়ার্ড এনওয়ের আনাইয়েভের গোলে ম্যাচ জিতে কলকাতা থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দেশে ফিরেছে প্লে-অফে তাজিকিস্তানের রেগার-তাদাজ তুরসুনজোদাকে হারিয়ে গ্রুপ পর্বে জায়গা অর্জন করা আহল এফকে। দেশের সেরা লিগে একবার শিরোপা জেতা ও ৭ বার রানার্স-আপ হওয়া এই ক্লাব চলতি মরশুমে রয়েছে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। কোনও বিদেশী ফুটবলার ছাড়াই মাঠে নামা আহলের বিরুদ্ধে ৫ বিদেশী ফুটবলারকে নামিয়েও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিততে পারেনি মোহনবাগান। তাও দিমিত্রিয়স পেট্রাটস-কে শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ বেঞ্চেই বসে থাকতে হয়। এএফসি ক্লাব টুর্নামেন্টগুলিতে বিদেশী ফুটবলারদের সংখ্যায় কোনও সীমা থাকে না। তা সত্ত্বেও বিদেশীদের পুরোমাত্রায় ব্যবহার করেননি বাগান কোচ হোসে মোলিনহা। চোট পেয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়া মনবীর সিংয়ের অভাবও টের পেয়েছে সবুজ-মেরুন বাহিনী। প্রথমার্ধে গোলশূন্যভাবেই খেলা শেষ হয়। ৮১ মিনিটে গোল করে আহালকে এগিয়ে দেন আনায়েভ। এই আনায়েভ আগেও কলকাতায় খেলে গিয়েছেন আর্কাদাগের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তাঁর করা একমাত্র গোলেই এদিন ম্যাচ জিতে নেয় ক্লাবটি।

৬ বছর পর সিএবির মসনদে মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিএবি নির্বাচনে সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইডেনে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও তাঁর পুরো প্যানেল মনোনয়ন জমা দেন। সভাপতি পদে কোনও বিরোধী মনোনয়ন জমা না পড়ায় ৬ বছর পর বঙ্গ ক্রিকেটের প্রশাসনে সৌরভের আনুষ্ঠানিক প্রত্যাবর্তন এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে সৌরভের প্যানেলও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মহারাজ বলেন, নির্বাচনের জন্য আমি গত দেড় বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। আমরা সবাই এক। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সব জায়গাতেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে। সেগুলো মেটাতে হবে। আর ক্রিকেটের ক্ষেত্রে

আমি তো আর নেমে খেলব না। সেটা ক্রিকেটারদেরই করতে হবে। বাংলার ক্রিকেট নিয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনা আছে। মাঝে কোভিডের জন্য অনেক কিছু আটকে পড়েছিল। দেখতে হবে, আর কী কী ভাবে উন্নতি করা যায়।'

সিএবিতে সৌরভের প্যানেল কীরকম হতে চলেছে? তা অনেকটা এরকম, সচিব- বাবলু কোলে, যুগ্ম-সচিব- মদন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ-সঞ্জয় দাস ও সহ-সভাপতি- অনু দত্ত। সৌরভ-সহ পুরো প্যানেল সিএবিতে এসে মনোনয়ন জমা দেন। উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সিএবি"র সভাপতি ছিলেন সৌরভ। ২০১৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হন। যে পদে তিনি ২০২২ পর্যন্ত ছিলেন। এবার ফের বঙ্গক্রিকেটের প্রশাসনিক পদে ফিরতে চলেছেন দাদা।'

বিশেষ কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ফুটবলের জট কাটাতে সুপ্রিম নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই কমার্শিয়াল পার্টনারের জন্য দরপত্র তোলার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ভার্চুয়ালি (ভিডিয়ো কনফারেন্সে) বৈঠকে বসে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটি। এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের দীর্ঘ চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ বছরের ডিসেম্বরে। ভারতীয় ফুটবলের নতুন কমার্শিয়াল পার্টনার কোন সংস্থা হবে, তা ঠিক হয়ে যাবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই। দরপত্র তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে। ভারতীয় ফুটবল মরসুম নিয়েও আলোচনা হয় এই বৈঠকে।

বিড প্রক্রিয়াটি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটি। এর পোশাকি নাম বিড এভ্যালুয়েশন কমিটি। এই কমিটিকে নেতৃত্ব দেবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল. নাগেশ্বর রাও। বাকি দুই সদস্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কেসাভারণ মুরুগাসু আর ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। ফেডারেশন আর এফএসডিএলের চুক্তি নবীকরণ বিষয়টি দেখতে গত এপ্রিলেই বিশেষ টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠন করেছিল ফেডারেশন। টেন্ডার কমিটি হিসেবে সেই সদস্যরা কাজ চালিয়ে যাবেন। এরই সঙ্গে সুপার কাপ নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে। ঠিক হয়েছে, ২৫ অক্টোবর থেকে ধাপে ধাপে শুরু হবে সুপার কাপ। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। ভারতীয় ফুটবল প্রেমীরা অপেক্ষায় ইন্ডিয়ান সুপার লিগের জট কত তাড়াতাড়ি কাটে। তার প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও এগলো বলা যায়। যদিও এই প্রক্রিয়া ঠিক কতদিনে সম্পূর্ণ হবে এবং আইএসএল নিয়ে চিত্র পরিষ্কার হবে, তারই অপেক্ষা।

ভারতীয় ফুটবলের দুর্দশায় কল্যাণকে বিঁধলেন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সমালোচনা করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। তাঁর মতে ফেডারেশনে নতুন নির্বাচন হলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে। কলকাতা ম্যারাথনের সাংবাদিক সম্মেলনে বাইচুং বলেন, আমি নিজে গত ৩ বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে কেস লড়ছি, যেন ফেডারেশনে সংবিধান তৈরি হয়। ফিফা যদি এত সিরিয়াস হত, তাহলে ৩ বছর আগেই চিঠি পাঠাত। আজ যা ক্ষতি হয়েছে, তা হত না। এবার সংবিধান তৈরি হয়ে নতুন নির্বাচন হবে এবং এক নতুন প্রশাসন ফুটবলকে নতুন করে শুরু করবে। তিনি আরও বলেন, শুধু প্রশাসন নয়, মাঠের পারফরম্যান্সকেও উন্নত করতে হবে। তরুণ খেলোয়াড়, বিশেষ করে অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারদের তুলে আনতে হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, বিশ্বকাপে খেলতে হলে শুধু রক্ষণভাগ বা সেট-পিসে হাত ধরে ভারতীয় ফুটবল ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এটা ভালো বিষয়। তবে আমাদের এশিয়ান কাপে ও বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা

ভরসা করলে হবে না। ভালো, আক্রমণাত্মক ফুটবলই আমাদের এগিয়ে নিতে পারবে। খালিদের এইসব টার্গেট নিয়ে চলতে হবে নাহলে ছোটখাটো টুর্নামেন্ট জিতে লাভ হবে না কিছুই।'

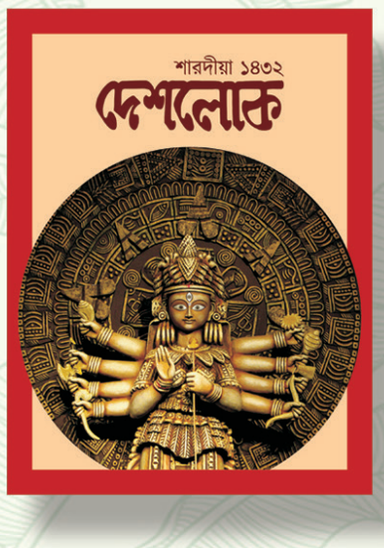

লিখেছেন

গল্প

অনিন্দিতা মণ্ডল ● সুকুমার মণ্ডল
কৌশিক রায়চৌধুরী ● তৃষ্ণা বসাক
ঋতুপর্ণ বিশ্বাস ● শতদ্রু মজুমদার
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ● শৌভিক গাঙ্গুলী
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ● শ্যামলী বসু
ও অরুণোদয় ভট্টাচার্য

ধর্ম ও দর্শন

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ● প্রণব গুহ

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সন্তোষ দত্ত ● ঋত্বিক ঘটক
নচিকেতা ঘোষ ● গুরু দত্ত
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ● তৃপ্তি মিত্র

উপন্যাস

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

প্রিয়ম গুহ

আলোচনা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

স্মৃতি পথে

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবন্ধ

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ● মধুময় পাল
দীপককুমার বড় পণ্ডা ● জয়ন্ত চৌধুরী
নন্দলাল ভট্টাচার্য ● সুলগ্না চক্রবর্তী
ও বিধান সাহা

কবিতা

জগদীশ শর্মা ● সুনন্দ ভৌমিক
প্রভাস মজুমদার ● সৌম্য ঘোষ ● দত্তা রায়
প্রবীর মণ্ডল ● স্মৃতি দত্ত ● তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
ভরত বৈদ্য ● অমর চক্রবর্তী ● স্বস্তিকা ঘোষ
ভীম ঘোষ ● প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ● ইলা দাস
অরুণকুমার মান্না ● আরতি দে ● অভিজিৎ মিত্র
বিবেকানন্দ নস্কর ● অশোক কুমার ভট্টাচায
অভিনন্দন মাইতি ● গৌর দত্ত পোদ্দার ● বিজন চন্দ
বিউটি পাল ● ইলা চৌধুরী ● অসীম চক্রবর্তী
স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায় ● বিশ্বনাথ অধিকারী

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com